পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ১৯ ॥ সংখ্যা ৪ ॥ ১৯ জুলাই ১৯৮৫ ॥ ৩ শ্রাবণ ১৩৯২

খরা বন্যা রোধে ও কলুষমুক্ত পরিবেশ সৃজনে অরণ্য মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু অমূল্য সম্পদ





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



ছবিঃ দৈনিক বসুমতীর সৌজন্যে

শিশির মঞ্চের এক অনুষ্ঠানে ১৫ জুলাই অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিনয় চৌধুরী অরণ্য সপ্তাহ '৮৫ উদ্বোধন করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ

১৯ জুলাই ১৯৮৫

বিষয়সূচি

প্রচ্ছদ ঃ তারাপ্রসাদ দাস

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।
ষাণ্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময়ের জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রের সার্ভিস স্ট্যাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক
শ্রীভীন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য
সম্পাদকঃ ধীরেন্দ্র দত্ত

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

তথ্য অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০১

সম্পাদকীয় দপ্তরঃ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ১৯ ।। সংখ্যা ৪ ।। ১৯ জুলাই ১৯৮৫ ।। ৩ শ্রাবণ ১৩৯২

শিশির মঞ্চে অরণ্য সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

সামাজিক বন সৃজনে পশ্চিমবঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে

— শ্রী বিনয় চৌধুরী

অরণ্য সম্পদ রক্ষা ও বন সৃজনের গুরুত্ব পৃথিবীর সব দেশ উপলব্ধি করতে পেরেছে। আধুনিক সভ্যতা গড়ে তুলতে এক সময়ে নির্বিবাদে বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছিল। তার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। আমরা পরিবেশ দূষণের বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছি বলেই সামাজিক বন সৃজনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। সেই দৃষ্টান্ত বন সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রেও যাতে স্থাপন করা যায় সে জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

১৫ জুলাই ১৯৮৫ কলকাতার শিশির মঞ্চে অরণ্য সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী এবং ভূমি ও ভূমিসংস্কার মন্ত্রী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী একথা বলেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের বন ও পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীঅচিন্ত্য রায়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরী আরও বলেন, দিল্লীতে বন সৃজনের ফলে আবহাওয়া অনেকটা অনুকূল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও এটা করার চেষ্টা চলছে। গাছ যত বাড়বে খরা তত দূর হবে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে। পরিবেশ দূষণ ঘটে যথেচ্ছভাবে গাছ কেটে ফেলার ফলে। বন সম্পদ রক্ষায় বন বিভাগের কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সচেতনতাবোধ আরও বেশি করে গড়ে তুলতে হবে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনগণকে তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। বনভূমিতে দরিদ্র মানুষের মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস বেশি। এদের জন্য ছোট ছোট 'পাইলট প্রজেক্ট' গ্রহণ করতে হবে। পতিত জমিতে সামাজিক বন সৃজনের চেষ্টা চালাতে হবে। বনে কাঠ চুরির ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে।

পরিবেশ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় বলেন, অরণ্য সম্পদকে নির্বিবাদে ধ্বংস করার ফলে রুক্ষ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক বন সৃজন কেবল গ্রামাঞ্চলেই নয়, শহরেও করা দরকার। অসাধু লোভী ব্যবসায়ীদের প্রতিহত করতেই হবে, নইলে বনসম্পদ রক্ষা করা যাবে না। এর জন্য জনচেতনাকে জাগ্রত করতে হবে।

পৌর ও নগর উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর বলেন, বন সৃজন ও বন রক্ষার ব্যাপারে মানুষের মানসিকতার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে এটাকে আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে না পারলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। পরিবেশ রক্ষার সংগ্রাম আদতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম,—এটা জনগণকে বোঝাতে হবে। একটি গাছ কাটলে তিনটি গাছ লাগানো উচিত। কলকাতা শহরকে অবহেলা না করে যাঁরা এখানে বসবাস করেন তাঁরা যদি একটু সচেতন হন তবে শহরটাকে সবুজ করতে পারবো।

অনুষ্ঠানের সভাপতি রাজ্যের বন ও পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীঅচিন্ত্য রায় বলেন, বন সৃজন ও বন রক্ষায় সাফল্য লাভ করতে হলে জনসহযোগিতা যেমন চাই তেমনি প্রতিটি সরকারি দপ্তরের মধ্যে সহযোগিতাও কাম্য। আমাদের দেশে মানুষের প্রয়োজনে যে পরিমাণ অরণ্যের দরকার তা নেই। বনের অবক্ষয়ের জন্য কেবল সরকারি কর্মচারীদের গাফিলতিই দায়ী নয়, অন্যান্য সামাজিক ব্যাধিই বেশি দায়ী, যে ব্যাধির মধ্যে আছে অশিক্ষা, কালো টাকা, দারিদ্র্য প্রভৃতি।

কলকাতা পৌরসভার অল্ডারম্যান নির্বাচনে বামফ্রণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ

গত ১৫ জুলাই ১৯৮৫ তারিখে কলকাতা পৌরসভার অল্ডারম্যান নির্বাচনে বামফ্রণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। নির্বাচন শেষে কলকাতা পৌরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে নির্বাচন পরিচালক শ্রী রথীন সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের কাছে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করে বলেছেন, নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। ১৪১ জন কাউন্সিলারই ভোট দিয়েছেন। সব ভোট বৈধ।

সাতজন নির্বাচিত প্রার্থী হলেন বামফ্রন্টের শ্রী কমল বসু, শ্রী সওকত রিয়াজ কাপুর, শ্রী পূর্ণেন্দু ঝা ও শ্রী পরিমল রাউথ এবং কংগ্রেস-আই'র শ্রী অরবিন্দ বসু, শ্রী তরুণ রায় ও শ্রী সুবিমল মিত্র। কংগ্রেস-আই প্রার্থী শ্রী অনিলকৃষ্ণ রায় পরাজিত হয়েছেন। বি জে পি.প্রার্থী শ্রী অজিত গুপ্ত পেয়েছেন তার দলের দুই কাউন্সিলারের ভোট।

ভোটের ফলাফল ঘোষণা করে নির্বাচন পরিচালক শ্রী রথীনসেনগুপ্ত জানিয়েছেন, বামফ্রণ্ট প্রার্থী শ্রী কমল বসু পেয়েছেন ১৮টি প্রথম পছন্দের ভোট। সেই হিসেবে শ্রী বসু পেয়েছেন ১৮০০ মূল্যের ভোট। অল্ডারম্যান পদে নির্বাচিত হবার জন্য সর্বনিম্ন ১৭৬৩ মূল্যের ভোটের দরকার ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রী কমল বসু কলকাতার মেয়র পদে

শেষাংশ প.' পৃষ্ঠায়

মানুষের চেতনা ছাড়া সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ উৎপাদন করা সম্ভব নয় —মনসুর হবিবুল্লাহ্

কেবলমাত্র পুলিস-মিলিটারী দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা দমন করা যায় না। মানুষের চেতনা ছাড়া সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ উৎপাটন করা সম্ভব নয়। কথাগুলি বলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন ও বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্। সৈয়দ হবিবুল্লাহ মালদা ইনস্টিটিউটের অধিগ্রহণ মুক্তি ও হলঘর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। সৈয়দ হবিবুল্লাহ বলেন যে কেন এবং কোন অবস্থায় মালদার মুস্লীম ইনস্টিটিউট গ্রহণ করা হয়েছিল তা মুসলমান সমাজের স্মরণে রাখার দরকার। দেশবিভাগের পর ১৯৪৯ সালে তৎকালীন সরকার ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা তাড়িত হয়ে মুস্লীম ইনস্টিটিউটগুলির নাম পরিবর্তন ও অধিগ্রহণ করতে শুরু করেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে মুস্লিম ইনস্টিটিউটগুলির নাম পরিবর্তন করলে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভিঙগকে অনেকখানি পিছিয়ে দেওয়া যাবে। তাঁদের সেই অপ্রতুল দৃষ্টিভঙ্গীর ফলশ্রুতি হিসেবে আজ সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ সমগ্র দেশকে গ্রাস করতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের কর্মপন্থায় নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে এসেছেন। বামফ্রন্ট সরকার মনে করেন যে সর্বধর্মের ও গোষ্ঠীর মানুষকে সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহায়তা করার মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িকতার জবাব দেওয়া সম্ভব। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে বামফ্রন্ট সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মধ্যে নতুন চেতনা এনে দেবে। আর সেই চেতনাসমৃদ্ধ মানুষই সাম্প্রদায়িকতার সুদৃঢ় মোকাবিলা করতে পারবেন। সৈয়দ হবিবুল্লাহ দুঃখের সঙ্গে বলেন যে বামফ্রন্ট সরকার যখন পশ্চিমবঙ্গে সুস্থ পরিবেশ আনার চেষ্টা করছেন তখন একশ্রেনীর রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে সুড়সুড়ি দেয়ে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি সকল মানুষের কাছে এই অশুভ শক্তির অপপ্রয়াসকে দৃঢ়হস্তে মোকাবিলা করার জন্য আহবান জানান। প্রাক্তন লোকসভা সদস্য শ্রী দীনেশ জোয়রদার বলেন যে যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ সারা ভারতকে গ্রাস করতে চলেছে তখন বামফ্রন্ট সরকারের মুস্লিম ইনস্টিটিউট অধিগ্রহণ মুক্তির সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। ইনস্টিটিউটের সাম্পাদক তাঁর প্রতিবেদনে প্রাক্ স্বাধীন যুগে মালদা জেলারর শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নে এই ইনস্টিটিউটের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে অধিগ্রহণ মুক্তির পর এই ইনস্টিটিউট নিরক্ষরতা দূরীকরণে, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে এবং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে সহায়ক হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহম্মদ আলী, তাজাম্মুল হক, ডঃ মামুদ, অধ্যাপক সত্যরঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ।

পরিবেশ দূষণ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্পর্কে আলোচনা

সম্প্রতি ব্যারাকপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ও নারায়ণপুর শিশুচিত্র কলা ভবনের সহযোগিতায় নারায়ণপুর হরিচরণ তরফদার উচ্চবিদ্যালয়ে দুটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিষয়: পরিবেশ দূষণ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা। সভাপতির ভাষণে প্রধান শিক্ষক শ্রী সুশীল চক্রবর্তী বিষয় দুটির গুরুত্ব'র কথা বুঝিয়ে বলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে জেলা ও তথ্য অধিকারিক শ্রী প্রদীপ্ত চক্রবর্তী বলেন যে দেশের মুষ্টিমেয় মানুষ বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিচ্ছে। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। পরিবেশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রী অসিত বসু বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন জেলা পরিষদের সদস্য শ্রী চন্দন ভট্টাচার্য বলেন যে দুটি সমস্যার প্রধান কারণ অশিক্ষা ও বঞ্চনা। কেন্দ্রের বিভেদমূলক আচরণ বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিয়েছে। অধ্যাপক অনন্তকুমার চক্রবর্তী বিচ্ছিন্নবাদ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন এবং দূরদর্শন ও বেতারে একটি ভাষার আধিপত্যের সমালোচনা করেন। ছাত্রদের মধ্যে সর্বশ্রী কানাই ব্যানার্জী, অসিত চক্রবর্তী, সুশান্ত দাস, শিবপদ ভট্টাচার্য প্রমুখের বক্তব্যও প্রশংসনীয়। শিশু চিত্র কলা ভবনের পক্ষ থেকে শ্রী আশিস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী শান্তনু দত্ত চৌধুরীর বক্তব্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ব্যারাকপুর মহকুমা আধিকারিক শ্রী অশোককুমার গুহ এরূপ আলোচনাচক্রের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এধরনের আলোচনা-সভা করা হবে বলে জানান। বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে মহকুমা তথ্য দপ্তর থেকে পোস্টার প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়।

ঐতিহাসিক রামকেলী মেলায় প্রদর্শনী ও বাউল সঙ্গীতানুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি বিজড়িত পাঁচ শত বছরের প্রাচীন রামকেলী মেলা আজ শুধু বৈষ্ণবদের মিলনের পবিত্র পীঠস্থান নয়, সর্বস্তরের সর্বধর্মের মানুষের এক মহা সমাবেশে রূপান্তরিত হয়েছে। জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তিতে মালদহের রামকেলী গ্রামে লক্ষাধিক লোকের এই মেলা বসে।

এই মেলা উপলক্ষে মালদা জেলা তথ্য দপ্তর মেলা কমিটির সহযোগিতায় দূরদূরান্ত থেকে সাধারণ উৎসাহী বাউল, ভক্তকবি, পল্লীগীতি গায়ক ও বৈষ্ণববাবাজীদের একটি মঞ্চ ও 'পঞ্চায়েত'-এর উপরে পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই মঞ্চে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও মালদার প্রায় ২৬ জন বিভিন্ন গায়ক ভক্তিগীতি, বাউল, ভজন, 'দেহতত্ত্বে'র গান পরিবেশন করেন। বালুরঘাটের বঙ্গীগ্রামের শ্রী অনিলকুমার মোহান্ত ও শ্রীমতী লক্ষ্মী মোহান্ত, হুগলি জেলার পাতুয়ার শ্রী ভক্তি ভূষণ মন্ডল, শ্রী অজয় পাল ও শ্রী শঙ্কর চক্রবর্তী (শিলিগুড়ি) প্রমুখের গান হাজার হাজার শ্রোতা উপভোগ করেন।

এছাড়া জেলা তথ্য দপ্তর আয়োজিত "পঞ্চায়েত" প্রদর্শনীও সমাগত মানুষ আগ্রহ সহকারে দেখেন।

মেলা কমিটির সম্পাদক ও অঞ্চল সদস্য শ্রী ফুলচাঁদ ঘোষ সংক্ষিপ্ত ভাষণে জেলা তথ্য বিভাগের উদ্যোগে অভিনন্দন জানান।

অল্ডারম্যান নির্বাচন

পূর্ব পৃষ্ঠার পর,

বামফ্রন্টের প্রার্থী। এ ছাড়া প্রথম পছন্দের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন বামফ্রন্ট প্রার্থী শ্রী সওকত রিয়াজ কাপুর (১৮টি ভোট) ও শ্রী পরিমল রাউথ (১৮টি ভোট); কংগ্রেস-আই প্রার্থী শ্রী অরবিন্দ বসু (২১টি ভোট), শ্রী সুবিমল মিত্র (২১টি ভোট), শ্রী তরুণ রায় (২০টি ভোট)। বামফ্রন্ট প্রার্থী ডাঃ পূর্ণেন্দু ঝা প্রথম পছন্দের ১৭টি ভোট পেয়েছেন। তার জয়ী হবার জন্য দরকার ছিল আর ৬টি ভোটের। তিনি দ্বিতীয় পছন্দের ভোটে তা পেয়ে যান। কংগ্রেস-আই প্রার্থী শ্রী অনঙ্গকৃষ্ণ রায় পেয়েছেন মাত্র ৬টি ভোট।

মানুষের সহযোগিতায় সব বাধা অতিক্রম করব -মুখ্যমন্ত্রী

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের যতটুকু সাফল্য শিল্পের ক্ষেত্রে ততটা সাফল্য অর্জন করা যায় নি, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি, লাইসেন্স ও আর্থিক ব্যাপারে সার্বিক অসহযোগিতা। তবু আমরা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নের আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস, সল্টলেক ইকেকট্রনিকস্ প্রকল্প। আমাদের আশা রাজ্যের মানুষের সহযোগিতায় আমরা সমস্ত বাধাই অতিক্রম করতে পারব। গত ৩ জুলাই হলদিয়া এক বিরাট জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বসু উপরোক্ত তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, আরও যেহেতু দেশের সত্তর ভাগ মানুষ কৃষিজীবী এবং গ্রামে বাস করেন তাই এঁদের উন্নতি না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কথা ভেবেই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেই ভূমি সংস্কারের হাত দেয়। ভূমি সংস্কারে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর এবার আমরা শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও এগিয়ে যেতে যাই। আধুনিক পেট্রোকেমিক্যালসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই আমরা এই প্রকল্প গড়ে তুলতে চেষ্টা চালিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ ব্যাপারে বারবার আশ্বাস পাওয়া গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে বিমুখ করেছে। তাই বাধ্য হয়ে আমরা গোয়েঙ্কাদের কাছে এ বিষয়ে প্রস্তাব দিই। গোয়েঙ্কারা নিজেরাই এই কারখানা গড়তে বামফ্রন্টের অনুমতি চায়। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তাদের একক প্রচেষ্টায় সমর্থন না জানিয়ে যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব করে। গোয়েঙ্কারা এ প্রস্তাবে রাজি হওয়ার পর ঠিক হয়েছে রাজ্য সরকার ২৬ শতাংশ, গোয়েঙ্কা ২৫ শতাংশ ৪৯ শতাংশ ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন লগ্নীকারী সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হবে। গোয়েঙ্কাকে ডেকে পশ্চিমবঙ্গ বাদে অন্য প্রদেশে শিল্প স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে আপনারা এভাবে যদি বামফ্রন্টের সাথে যৌথ উদ্যোগে সহযোগিতা করেন তবে এ রাজ্য থেকে কোনদিনই বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।

কংগ্রেসীরা এটা অনুধাবন করতে পারছেন না বামফ্রন্ট এক সময় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত হলেও শিল্প কারখানাগুলি থেকে যাবে। যাতে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে, বেকাররা চাকরী পাবে।

তিনি এই প্রসঙ্গে আরো বলেন, পরাধীন ভারতের মানুষ আত্মত্যাগ করেছিল, নির্যাতন ভোগ করেছিল এই ভেবে—তাঁরা এবং তাঁদের উত্তর পুরুষরা স্বাধীন ভারতে সুখে-শান্তিতে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাস করবেন। কিন্তু কংগ্রেস সে পথে যায়নি। তাদের সর্বনাশা নীতিতে আজ ভারতের নানা প্রান্তে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আমরাই একমাত্র রাজ্য এই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্ত। তবু আত্ম-তুষ্টির যেটি অবকাশ নেই। তিনি পশ্চিম-বঙ্গের মানুষের কাছে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতা বাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের আহ্বান জানান।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের উদ্যোগ

রাজ্যে রুগ্ন ও বন্ধ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা কত, কি কারণে এগুলি রুগ্ন বা বন্ধ হয়েছে এবং সজীব করার পথ কী তা নিরূপণ করতে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে। সম্প্রতি মহাকরণে বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী প্রলয় তালুকদার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ক্ষুদ্র ও বন্ধ শিল্প সংস্থা সম্পর্কে একটি ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালানো হবে। তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই ওইসব সংস্থার মালিকদের সাহায্য দরকার। এ ব্যাপারে তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি জানান, রাজ্যে ২ লক্ষ রেজিস্টার্ড ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা আছে। কিন্তু বন্ধ ও রুগ্ন কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থার কোন হিসাব দপ্তরে নেই। তাই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে ওইসব সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়।

কলকাতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রেজিস্ট্রি অফিসে এবং জেলায় জেলায় জেলা শিল্প কেন্দ্রে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বন্ধ ও রুগ্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিকদের ওইসব স্থানে নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য। ৩০ আগস্টের মধ্যে এই নাম লিপিবদ্ধ করার কাজ চলবে। এরপর তালিকা তৈরি করে সেগুলি পর্যালোচনা করা হবে। যে যে বিষয়সমূহ জানতে চাওয়া হয়েছে সেগুলি হলো (১) সংস্থার নাম ও রেজেস্ট্রি নং (২) অফিস সহ কারখানার ঠিকানা, (৩) কি কি দ্রব্য তৈরি হতো বা হয়, (৪) উৎপাদনের শুরুর তারিখ, (৫) সংস্থাটি কি ধরনের (৬) কর্মীর সংখ্যা (৭) সরকার ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে কিনা, (৮) কারখানা চালু না বন্ধ, (৯)বন্ধ হলে কবে থেকে বন্ধ, (১০) রুগণতার কারণ এবং (১১) কি ব্যবস্থা নিলে কারখানা সজীব হতে পারে এবং সরকারের বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কি ধরনের সহযোগিতা করতে পারে ইত্যাদি।

মন্ত্রী বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ সারা ভারতে এই প্রথম। যদি বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের মালিকরা সরকারকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে, তবে একটি সার্বিক চিত্র পাওয়া যাবে এবং বহু কারখানা সজীব করা যাবে।

ইতিমধ্যেই ২০টি রুগ্ন কারখানা সরকারের কাছে এসে সাহায্য চেয়েছে এবং সরকার তাদের শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক (আই আর বি আই)-এর সাঙ্গে তাদের যুক্ত করে দিয়েছে। ব্যাঙ্ক এদের ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য করেছে।

তিনি জানান, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক সমীক্ষায় বলা হয় পশ্চিমবঙ্গে রুগ্ন ও বন্ধ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা ১১ হাজার কিন্তু এই সংস্থাগুলির নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিতে পারে নি। সুতরাং রাজ্য এ ধরনের শিল্প সংস্থার হিসাব নেই বলেই সরকার মনে করে।

বর্ধমান জেলায় আই আর.ডি.পি. প্রকল্পের সাফল্য

২ জুলাই, ১৯৮৫ বর্ধমান জেলার জেলা সভাধিপতি শ্রী মাহবুব সাহেদী বিকেল পাঁচটায় স্থানীয় "বর্ধমান হাউসে" এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে এই জেলার আই.আর.ডি.পি প্রকল্পের সাফল্য সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দেন।

বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আই.আর.ডি.পি (ইনডাস্ট্রিয়াল রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম), ট্রাইসেম (ট্রেনিং ফর রুরাল ইউথ সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট) ইত্যাদি প্রকল্পের অধীনে এক বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আই.আর.ডি. পি.র লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্লককে

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়

কেন্দ্রের উপেক্ষার দরুন শহরের উপর চাপ বাড়ছে

পৌরমন্ত্রী

১৪ জুলাই পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামের মানুষের উন্নয়ন করছে না বলেই শহরগুলির উপর এত চাপ পড়ছে। এজন্যই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

মন্ত্রী ১২ জুলাই এক অনুষ্ঠানে 'কলকাতা' নামে একটি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। 'স্টেট্সম্যান' পত্রিকার সাংবাদিক জাগ সুরাইয়া লিখিত এই সচিত্র বইটিতে আছে রাজ্যের বাইরের পর্যটক ও কলকাতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী অন্যান্যদের জন্য এই মহানগরীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বইটির প্রকাশনায় রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তর সহযোগিতা করেছে।

পৌরমন্ত্রী বলেন, কলকাতাকে কেউ বলেছেন দুঃস্বপ্নের নগরী, কেউ বলেছেন মিছিল নগরী, কেউ মুহূর্ষু নগরী, কেউ একেবারে মৃতনগরী। কিন্তু আমরা যাঁরা এই শহরকে ভালবাসি, আমরা চাই যে দেশ ও বিদেশের মানুষের কাছে একটি সঠিক পরিচয় দেওয়া হোক। এই বইটি সেই চাহিদা পূরণ করবে। শ্রী শূর মহানগরীর ইতিহাসের উল্লেখ করে বলেন, জব চার্নকের ছোট্ট শহর যে একদিন ভারতের সর্ববৃহৎ শহরে হয়ে দাঁড়াবে, কেউ কল্পনা করেনি। কলকাতা আজ গোটা পূর্বভারতের বিরাট এক পশ্চাদভূমির চাহিদা মেটায়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে মানুষ আসেন—শুধু ব্যবস্থা-বাণিজ্যের জন্য নয়, কাজের খোঁজে। যাঁরা এখানে কলকারখানায় কাজ করতে আসেন, তাঁরা অধিকাংশ কৃষিজীবী পরিবারের। গ্রামীণ অর্থনৈতিক সংকটের চাপেই এরা আসেন।

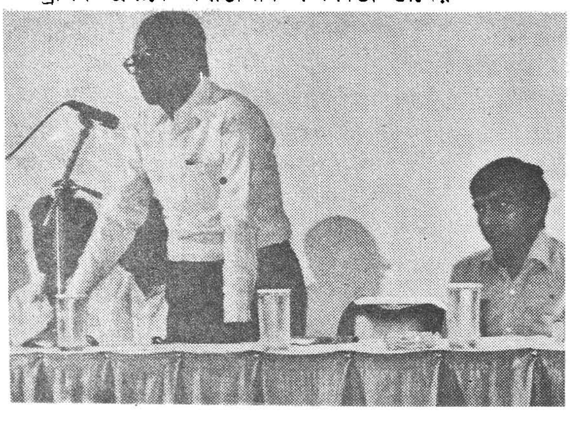
তিনি বলেন, দু' একটি রাজ্য ছাড়া গ্রামদেশে কোন উন্নতি হয়নি। গুজরাট, মহারাষ্ট্রের মত রাজ্যে কোটি কোটি টাকা ঢালা হচ্ছে, তবু সেখানেও গ্রামের গরিব মানুষের কথা চিন্তা করা হচ্ছে না। তাই বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান থেকে হাজার হাজার লোক এখানে আসেন কাজের খোঁজে। শতকরা ৬০ ভাগ শ্রমিক এখানে অবাঙালী। কলকাতা তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে—এ নগরী একটি ছোট ভারতবর্ষ। তবু দুর্ভাগ্যের বিষয়—পর্যটন মানচিত্রে কলকাতাকে স্থান দেওয়া হয় না।

শ্রী শূর বলেন, এখানে দেখার মত অনেক কিছু আছে। কতরকমের স্থাপত্যের নিদর্শন। সমস্যা তো আছেই। অপরিকল্পিত শহর, তার উপর সব কিছু হারিয়ে এখানে ৬০ লক্ষ উদ্বাস্তু এলেন। তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ তাঁরা আছেন এবং থাকবেন। এসব কথা চিন্তা না করেই কলকাতা সম্পর্কে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। বাইরে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কারা সৃষ্টি করেছে সেটাই দেখার ব্যাপার। কই, দিল্লি সম্পর্কে তো বলা হয় না, সেখানে সন্ধ্যের পর মেয়েরা রাস্তায় বের হতে পারে না!

এই প্রসঙ্গে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে শ্রী শূর বলেন, কেন এই সব মাধ্যমে শুধু প্রধানমন্ত্রীকে তুলে ধরা হবে, কেন সবার কথা স্থান পাবে না? শ্রী শূর কলকাতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে বলেন, আমরা মানবিকতা সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা করি, কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা সহজ নয়। যেমন—কলকাতাকে হকার মুক্ত করার ক্ষেত্রে। রাস্তা পরিষ্কার করা দরকার ঠিকই, কিন্তু এই মানুষগুলিই বা কোথায় যাবে, কি খাবে! সেটার ব্যবস্থা না করে কোন পদক্ষেপ নেওয়া যায় না।

যেসব কলকাতাবাসী ক'দিন বিদেশ থেকে ঘুরে এসে 'ডার্টি সিটি' বলে নাক সিটকান, তাঁদের সম্পর্কে শ্রী শূর প্রশ্ন করেন, কী যোগ্যতা আছে তাঁদের একথা বলার? আমি মনে করি কলকাতার মত প্রাণ অন্য কোন শহরে নেই। এই হৃদ্যতা কোথায় ওদেখা যায় না। কলকাতা সবাইকে আপন করে নেয়।

পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী অচিন্ত্য রায় বলেন, এই বইয়ের তথ্য প্রাথমিক কিন্তু সঠিক—বাইরে থেকে যারা আমাদের শহরে আসেন তাঁদের উৎসাহিত করবে।



'কলকাতা পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করছেন পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর পাশে উপবিষ্ট সাংবাদিক জাগ সুরাইয়া

রাজ্যের প্রতিটি পৌরসভায় প্রাণ সঞ্চার হয়েছে : পৌরমন্ত্রী

বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পরেই রাজ্যের প্রতিটি পৌরসভায় প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। মৃতপ্রায় পৌরসভাগুলিতে কাজের জোয়ার এসেছে।

১৪ জুলাই ১৯৮৫ বরাগনর বাজার পৌরসভাকে হস্তান্তর উপলক্ষে এবং ভবনের শিলান্যাস করার সময় রাজ্যের পৌরমন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত শূর একথা বলেন।

এই প্রসঙ্গে পৌরমন্ত্রী আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজস্ব খাতে যে অর্থ আয় করে তা পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যয় করে। গরিব মানুষের উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে।

আই আর ডি পি

পূর্ব পৃষ্ঠার পর,

দারিদ্র্য সীমার নিচে আছেন এরূপ অন্ততঃ ৬০০ টি পরিবারকে পাঁচ বছরের মধ্যে দারিদ্র্য সীমার ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করা। যে সব পরিবারের বার্ষিক আয় ৩৫০০ টাকার নীচে তাদেরই এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। ট্রাইসেম প্রকল্পে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবক-যুবতীদের মধ্য থেকে অন্ততঃ ৪০ জনকে প্রতি বছরে প্রতি ব্লকে স্বনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দেওয়া স্থির হয়েছে।

প্রকল্পগুলির রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সরকার ব্লক অফিস, পঞ্চায়েত সমিতির সাহায্যে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

১৯৮০-৮৫ সালে অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা কালে বর্ধমান জেলার ৩১ টি ব্লকে এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরে বর্ধমান জেলা গ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে এই জেলাতে তফসিলী জাতি ও আদিবাসী ভুক্ত মোট ৬৫, ৭১৮ টি পরিবার এই প্রকল্পের অধীনে সরকারী ঋণ সাহায্য লাভ করেছেন।

ট্রাইসেম-এর অধীনে মোট ১১২ জন যুবক যুবতীকে বিভিন্ন শিক্ষাদানের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলা হয়েছে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অধীনে মোট ৬৭ জনকে পাম্পসেট, অন্যান্য কৃষি সেচ সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করে সাহায্য করা হয়েছে।

স্বনির্ভর কর্মপ্রকল্প

রাজ্য সরকার বেকারভাতা প্রকল্প সংশোধন করে ২৩ থেকে ৩০ বছরের তালিকাভুক্ত বেকারদের জন্য স্বনির্ভর কর্ম প্রকল্প চালু করেছে। তবে এই প্রকল্পের অধীনে আসতে বেকারদের অবশ্যই ৫ বছরের পুরনো তালিকাভুক্ত হতে হবে। ৩০ বছর থেকে ৪০ বছর বয়স্ক তালিকাভুক্ত বেকারদের জন্য বেকারভাতা চালু থাকছে তবে এ ক্ষেত্রে নিয়ম কানুনের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সরকারের এই পরিকল্পনা সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন লাভ করে।

সংশোধিত এই প্রকল্পের কথা জানিয়ে শ্রম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তি ঘটক সাংবাদিকদের বলেন, বামফ্রন্ট সরকার যে বেকারভাতা প্রকল্প ১৯৭৮ সালে চালু করেছে তাতে এ পর্যন্ত ২৩ থেকে ৪০ বছর বয়সের ৬ লক্ষ বেকার মাসে ৫০ টাকা করে ভাতা পেয়েছেন। এতে এ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ৭৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের জন্য ঋণ হিসাবে কেন্দ্রীয় সহায়তা চেয়ে পায়নি। তাই সরকার এখন এই প্রকল্প সংশোধন করেছে।

সংশোধিত প্রকল্প অনুযায়ী ২৩ থেকে ৩০ বছরের বেকারদের স্বনির্ভর কর্মপ্রকল্পের অধীনে আনা হবে। যাঁরা ৫ বছর আগে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম তালিকাভুক্ত করেছে এবং যাদের পরিবারের মাসিক আয় ৫০০ টাকার বেশি নয় তারাই এ সুযোগ পাবেন। শারীরিক অক্ষম, তফসিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বেকারদের বয়সের ক্ষেত্রে ৫ বছর শিথিল করা হয়েছে। অন্য কোন প্রকল্প থেকে কেউ ঋণ নিয়ে থাকলে তারা এ প্রকল্পে আসতে পারবে না এবং একটি পরিবারের একাধিক বেকার থাকলেও একজন মাত্র এই সুযোগ পাবেন।

বেকারভাতা দেওয়া হতো তিন বছরের জন্য। সংশোধিত এই প্রকল্প অনুযায়ী স্ব নির্ভর কর্মপ্রকল্পে যারা আসবে রাজ্য সরকার তাদের তিন বছরের বেকারভাতা ১৮০০ টাকা মার্জিন মানি হিসেবে একসাথে দিয়ে দেবে।

প্রকল্প অনুযায়ী বেকাররা পাবেন প্রত্যেকে ২৫ হাজার টাকা করে। রাজ্য সরকার ১৮০০ টাকা দিলে বাকি টাকা দেবে ব্যাংক। প্রথম দফায় কলকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগনা জেলার ১৬ হাজার বেকার এই সুযোগ পাবেন। ব্যাংকের প্রতি শাখায় ১০০ করে ১৬০০ শাখা এই প্রকল্পে সাহায্য করবে। অন্যান্য জেলায় আপাতত জেলা সদরের ১ টি ব্যাংক ১০০ বেকারকে এই সহায়তা দেবে। প্রকল্প যদি সফল হয় তবে তা সেই জেলাগুলিতে সম্প্রসারিত করা হবে। কোন ব্যাংক কোথায় এই প্রকল্পের আওতায় আসবে তা তারা নিজেরা ঠিক করে নেবে। রাজ্য সরকারের সাথে ব্যাংকের প্রতিনিধিদের আলোচনা হয়েছে।

শ্রী শান্তি ঘটক জানান, ব্যাংকের সমন্বয় কমিটি ৪০টি প্রকল্প রচনা করেছে যাতে বেকাররা এই প্রকল্পগুলি থেকে তাদের পছন্দমত প্রকল্প বেছে নিতে পারে।

এই প্রকল্প সফল করার জন্য একটি স্ক্রিনিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে থাকবেন শ্রম, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ব্যাংক, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধিরা। জেলাগুলির ক্ষেত্রে জেলা শাসকরা থাকবেন। প্রকল্পটি মনিটর করাবে শ্রম দপ্তর। যে সমস্ত বেকাররা এই প্রকল্পের আওতায় আসবে তাদের প্রকলপ সম্পর্কে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থাও হয়েছে।

৩০ থেকে ৪০ বছরের এবং শারীরিক অক্ষম, অফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৩৫ থেকে ৪৫ বছরের বেকারদের আগের মতই মাসে ৫০ টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়া হবে। তবে তালিকাভূক্তি অন্তত ৬ বছরের পুরনো হতে হবে। পরিবারের আয় মাসে ৫০০ টাকার বেশি হলে চলবে না। আয় সংক্রান্ত এফিডেফিড দিতে হবে অভিভাবককে এবং পঞ্চায়েত সদস্য, মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার বা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের আয় সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিতে হবে। দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য এক্ষেত্রে এই কড়াকড়ি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের পৌরমন্ত্রীর চিঠি

পূর্ণাঙগ আকারের চক্ররেল স্থগিত রাখা দুর্ভাগ্যজনক

পৌরমন্ত্রী

'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার ৬ জুলাই ১৯৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানা গেল, পূর্ণাঙগ আকারের চক্ররেল চালু করার পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয়েছে এবং প্রিন্সেপ ঘাট থেকে দমদম জাংশন পর্যন্ত এক লাইনে গাড়ি চালাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সংবাদে প্রকাশিত এই পরিবর্তিত পরিকল্পনা যদি গ্রহণ করা হয়, তবে তা হবে কলকাতাবাসীর পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক এবং এই অর্ধ চক্ররেল কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থায় তেমন কোনো উপকারে আসবে না।

৯ জুলাই ১৯৮৫ পশ্চিমবঙগের পৌরমন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত শূর কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী বংশীলালের কাছে এক পত্র দিয়ে এই বিষয়টি জানতে চান। পত্রে শ্রী শূর কলকাতায় পূর্ণাঙগ আকারের চক্ররেল চালু করার দাবি জানিয়েছেন।

পত্রে শ্রী শূর আরও বলেন, যদি প্রিন্সেপ ঘাট থেকে মাঝেরহাট স্টেশন পর্যন্ত এই রেলপথকে সম্প্রসারিত করা না হয়, তবে দক্ষিণ কলকাতার অধিবাসীদের কোনোরূপ সুযোগ-সুবিধে হবে না। সংবাদে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, উল্টোডাঙগা থেকে দমদম পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কাজ জবরদখলকারীদের উৎখাত না করা পর্যন্ত সম্ভব হবে না। বিকল্প ব্যবস্থা করে এদের উচ্ছেদ করাই বামফ্রন্ট সরকারের নীতি। রেলমন্ত্রকের সঙেগ এ বিষয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে এবং এই জবরদখলকারীদের বিকল্প আর্থিক সহায়তা চাওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এখনও পূর্ব রেল কতৃপক্ষের সঙেগ আলোচনা চলছে।

যদি রাজ্য সরকারের প্রস্তাবে রেলমন্ত্রক রাজি হন, তবে কাজটা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি বিবেচনা করবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নতুন পথের দিশারী- রাজনগর ল্যাম্প সোসাইটি

এলাকার নাম রাজনগর। তবে রাজাও নেই, নেই রাজার রাজ্যপাট। বীরভূম জেলার বিহার সংলগ্ন এই একদা সমৃদ্ধ সীমান্ত এলাকায় এখন শুধু উষর প্রান্তর। অতীতের ঐশ্বর্যশালী এলাকা বন্ধ্যা বন্ধুর প্রান্তরে রূপান্তরিত। শাল মহুয়ার গভীর বনানী যুগ যুগ ব্যাপী গৃহস্থের জ্বালানী ও সভ্যতার চাহিদা মেটাতে রিক্ত। সিউড়ী থেকে রাজনগরের রাস্তার দুধারে মাঝে মাঝে দু' চারটি সম্পন্ন লোকালয় চোখে পড়লেও-এলাকার সামগ্রিক চেহারায় আছে রাঢ় ভূমির রুক্ষতা। প্রকৃতির অকরুণ কোপে লাঞ্ছিত লালমাটির দেশ দেখার সৌভাগ্য হ'ল সীমাহীন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সমাজের অবহেলিত এক আদিম মানব গোষ্ঠীর সংগ্রাম। জীবন ও জীবিকার জন্য বাঁচার লড়াই। আদিবাসী সাঁওতালদের এই জীবন সংগ্রামে সামিল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ। সাহায্য করছে রাজ্য সরকার-এর সমবায় ও শিল্প বিভাগ এবং সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা।

পাঁচ সহস্রাধিক আদিবাসী অধ্যুষিত রাজনগর এলাকায় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এই সমবেত প্রচেষ্টা শুরু হয় আজ থেকে ৮ বছর আগে।

স্থানীয় কয়েকজন আদিবাসী নেতার উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের সাহায্যে রাজনগর ল্যাম্প সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ২৫ জুন। এই সোসাইটির বর্তমান নির্বাচিত সভাপতি স্থানীয় আদিবাসী নেতা শ্রী বাবুলাল হাঁসদা এই সংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই সংযুক্ত আছেন। শুধু সংযুক্ত আছেন বললে ভুল হবে তিনি এই সোসাইটির প্রাণপুরুষ। শতাধিক সদস্য নিয়ে যে ল্যাম্প সোসাইটি মাত্র আট বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিল তা এই রাজ্যে ল্যাম্প সোসাইটিগুলির মধ্যে একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। সমবায় প্রচেষ্টার মাধ্যমে গরীব আদিবাসী সমাজের অবহেলিত মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যই এই ল্যাম্প সোসাইটিগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। দরিদ্র আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ এই ল্যাম্প সোসাই-টিটি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সব সোসাইটির সাফল্য আশানুরূপ হয়নি। রাজনগর ল্যাম্প সোসাইটি এদিক থেকে ব্যতিক্রম। ১৯৭৭ সালের জন্মলগ্ন থেকে এই সোসাইটির উত্তরোত্তর সাফল্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সিউড়ি শহরে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পাঁউরুটির খোঁজ নিতে গিয়ে এই সোসাইটির সন্ধান পাই। জানতে পারলাম রাজনগর ল্যাম্প সোসাইটির পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক ইত্যাদির প্রচুর চাহিদা এবং মানও খুব উন্নত। শহর থেকে ২০।২৫ কিলোমিটার দূরে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত এইসব দ্রব্যের প্রশংসা শুনে এই ল্যাম্প সোসাইটি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রচন্ড গ্রীষ্মের প্রখর তেজ এড়াবার জন্য সকাল ৬ টার মধ্যেই সিউড়ি থেকে রওনা হলাম রাজনগরের পথে। রাজনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র পেড়িয়ে বাঁ দিকে পেয়ে গেলাম রাজনগর ল্যাম্প সোসাইটির 'বেকারী' ইউনিট। 'বেকারী' ইউনিটে কর্মীদের পেলাম-কিন্তু জানতে পারলাম সোসাইটির একজিকিউটিভ অফিসার আছেন ল্যাম্প সোসাইটির মূল কেন্দ্রে, আরো ৫ কিমি দূরে। অফিসারের অনুপস্থিতিতেও কর্মীদের উৎসাহের কমতি নেই। তারা নিজেরাই ঘুরে দেখালেন তাদের রুটির কারখানা, প্রস্তুত করা রুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি। 'বেকারী' ইউনিটটি প্রতিষ্ঠা হয় ২৬ জুন ১৯৮৩ এবং উৎপাদন সুরু হয় ঐ বছর জুলাই মাসে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ আই.টি.ডি.পি. পরিকল্পনায় এই উদ্যোগের জন্য মোট প্রায় ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। 'বেকারী' ইউনিট-এর সমস্ত কাজ রাজনগর ক্যাম্পাসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

বর্তমানে বেকারী ইউনিটের দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১.৫ মেট্রিক টন। উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে আছে পাঁউরুটি, কেক ও নানা ধরনের বিস্কুট। বাজারে ঐসব দ্রব্যের চাহিদা আছে-সবটাই বিক্রী হয়ে যায়। সরকারি উদ্যোগে সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া সেত্ত্বেও 'বেকারী' ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় ময়দা, চিনি খোলা বাজারে বেশি দামে কিনতে হয়। সরকারি নিয়ন্ত্রিত দরে কাঁচামাল খরিদ করতে পারলে 'বেকারী' ইউনিটের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং তা লগ্নী করে অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগের সুযোগ আছে। বর্তমানে 'বেকারী' ইউনিটে ২৫ জন কর্মী আছেন। এদের মধ্যে ১৭ জন আদিবাসী, তফসিলী জাতিভুক্ত ২ জন, অন্যান্য ৬ জন আছেন। রাজনগর এবং সিউড়ী শহরের বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়া এই বেকারী ইউনিটের পাঁউরুটি সংলগ্ন রাজনগর ভবানীপুর, পান্ডুমুরী, জয়পুর, তাঁতিপাড়া, দুবরাজপুর, চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত প্রাইমারী স্কুলে সরবরাহ করা হয়। এই কারখানায় নিযুক্ত আদিবাসী কর্মী ও শ্রীমতি লাল হাঁসদা শ্রী পূর্ণচন্দ্র মুর্মু কিছুদিন আগেও অনিশ্চিত দিনমজুরের কাজ করতেন। এখন তাঁরা সুনিশ্চিত আর্থিক স্বনির্ভরতার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে উৎপাদন শুরু হওয়ার থেকে এই 'বেকারী' ইউনিট ১ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে।

জন্মলগ্নের নানা প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও এই বেকারী ইউনিটের লাভের পরিমাণ গড়ে মাসে প্রায় ১০০০ টাকা। যেখানে সরকারি সংস্থায় বা সমবায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা মানেই লোকসান-এর কারবার সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে ল্যাম্প সোসাইটি পরিচালিত এই বেকারী ইউনিটের সাফল্য নিশ্চয়ই এক প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত।

রাজনগর ল্যাম্প সোসাইটির কেন্দ্রীয় অফিস বীরভূম জেলার সীমান্তে আলিগড়ে অবস্থিত। সেখানে পেলাম সোসাইটির কর্মকুশল একসিকিউটিভ অফিসার শ্রী সুপ্রিয় গুপ্তকে। তিনি সোসাইটির বিস্তারিত কাজকর্মের বিষয় নিয়ে বললেন, রাজনগর ল্যাম্প সোসাইটির কাজ শুধু 'বেকারী' ইউনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এই সোসাইটির কাজ ছড়িয়ে পড়েছে নানা শাখা প্রশাখায় রাজনগর এলাকার সংলগ্ন ৫৩টি মৌজায়। সোসাইটির মোট সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১৪৪৬। এদের মধ্যে আদিবাসী ১৩৬৪ জন, তফসিলী জাতিভুক্ত ৬৮ জন এবং অন্যান্য ১৪ জন। রাজ্য সরকারের প্রদত্ত ৬৫০০০ টাকা সহ এই সোসাইটি শেয়ার মূলধন ৯৩৬৫০ টাকা। এই এলাকার আদিবাসী ও তফসিলী জাতির দরিদ্র মানুষের সেবায় সোসাইটি নিয়োজিত আছে। ১৯৮৪-৮৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চাষের কাজের জন্য ৪৫৩ জন সদস্যকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়েছে ৮৫,২৮২ টাকা। তাছাড়া গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট-এর জন্য মধ্যমেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়েছে ২১৯৫০ টাকা। এই বছর আরও গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের জন্য সরকারি অনুদান পাওয়া গেছে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ধুতি, শাড়ি এবং ন্যায্য মূল্যে বস্ত্রাদি সহ

দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিষপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে এই ল্যাম্প সোসাইটি। এছাড়া সোসাইটি একটি রেশন দোকান পরিচালনা করছে। এই ব্যবসায় বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ গড়ে ২.৫ লক্ষ টাকা এবং এই অঞ্চলে প্রায় ৫০০০ দরিদ্র মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

শ্রমসাধ্য কাজে অক্ষম আদিবাসী সমাজ এখন বৃদ্ধ ও অক্ষম মানুষের মুখের অন্ন যোগাবার জন্য সমবায় সমিতি এদের সাহায্যার্থে কেন্দুপাতা এবং শালবীজ সংগ্রহের ব্যবস্থা রেখেছে। প্রতিবছর এই কাজে প্রায় ২০ হাজার শ্রমদিবস সৃষ্টি-করা সম্ভব হয়েছে। সমবায় সমিতি এই কাজে নামার আগে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আদিবাসীদের এই কাজে লাগিয়ে শোষণ করার সুযোগ পেত। এখন সমবায় সমিতি ন্যায্যমূল্যে আদিবাসীদের কাছ থেকে কেন্দুপাতা এবং শালবীচি কেনার ব্যবস্থা করায় শোষণ ও বঞ্চনার থেকে রেহাই পেয়েছে এলাকার আদিবাসী সমাজ।

ল্যাম্প সোসাইটির আরো কিছু নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাব রাখেন একসিকিউটিভ অফিসার শ্রী গুপ্ত। আর্থিক সাহায্য পেলে সমিতির কর্মক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত করে নতুন কর্মসংস্থান করা সম্ভব বলে তিনি জানান। মুল কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ন্যায্যমূল্যে দোকান খোলার সুযোগ আছে এবং মূল কেন্দ্রের থেকে রিকসা ভ্যানে মালপত্র এইসব কেন্দ্রে পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাবে। এতে অন্তত: ১০।১৫ জন আদিবাসী যুবকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া বনের শালপাতা সংগ্রহ করে বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারে আরো কিছু আদিবাসী লোক-এর কর্মসংস্থান হতে পারে।

সমবায় ক্ষেত্রের ন্যায্যমূল্যের দোকানে উপস্থিত অনেকের সাথে শ্রী সনাতন হাঁসদা জানালেন তাঁরা এই ল্যাম্প সোসাইটির কাজে খুবই উপকৃত। তাদের আর্থিক উন্নয়নের যে কোন কাজে এগিয়ে আসে এই সোসাইটি এবং সোসাইটির কর্মীবৃন্দ। উপলব্ধি করলাম রাজনগর ল্যাম্প সোসাইটি এই এলাকার দরিদ্র আদিবাসী সমাজের মানুষের কাছে নতুন পথের দিশারী।

অবহেলিত জেলার উন্নয়ন, শিক্ষা

পুরুলিয়ার যে কোনো বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে 'অবহেলিত' শব্দটির যে নিয়ম মাফিক ব্যবহার আমরা করে থাকি সে সম্পর্কে সচেতন হবার দিন এসেছে। তার মানে এই নয় যে পুরুলিয়ার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে কিংবা সেখানে উন্নয়নের বান ডেকেছে; তবে সরকারি ভাবে উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চলেছে তা অবহেলার যোগ্য নয়, এ প্রসঙ্গে জেলার প্রাচীনতম উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রটির কথাই ধরা যাক।

মাত্র ১০৮ জন ছাত্রকে নিয়ে স্থানীয় হরিপদ সাহিত্য মন্দির হলে আর ইউনিয়ন ক্লাবে ১৯৪৮ সালের ২২ জুলাই পত্তন হয়েছিল জগন্নাথ কিশোর (জে.কে.) কলেজের। পড়ানো হতো আই.এ. অধ্যক্ষ ধীরেন মুখার্জি সহ শিক্ষক ছিলেন মাত্র ৭জন। ১৯৫০ সালে কেতকায় কলেজ নিজস্ব বাড়িতে উঠে এল। তিন-চার বছর আগেও দেখেছি ৩ বিঘা অসমতল জমির ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে উঠেছে কটা বাড়ি জে.কে. কলেজ-দেখলে কষ্ট হত। এখন এই বৃষ্টি ভেজা পা ডোবা ঘাসের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখছিলাম নতুন ব্লকগুলো তৈরি হয়েছে কোনটা হচ্ছে, পাশে খেলার মাঠ হয়েছে, মাঠ ঘিরে চৌহদ্দির দেয়াল। পরিবেশটা বদলাচ্ছে একটা নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কলেজের দায়িত্ব ভার (স্পনসর্ড) নিয়েছিলেন ১৯৬৩। এখানে বিজ্ঞান পড়ানো শুরু হয়, কমার্স এসেছে পরে। সকাল দুপুর সন্ধ্যা তিন দফা কলেজ বসে প্রায় ৫০ জন ছাত্রীসহ এখন মোট ছাত্র সংখ্যা ১,৩৬৫। এর মধ্যে আদিবাসী ছাত্র আছে শতাধিক, কিন্তু বিজ্ঞান কিংবা বাণিজ্য বিভাগে অনার্স ক্লাস খোলা হল এই সেদিন ১৯৮০'র পর, একাউনটেন্সি পদার্থবিদ্যা, ইংরাজী এবং অর্থনীতিতেও। যোগ্য এবং অভিজ্ঞ ১২জন, গ্রন্থাগারের জন্য দু'জন তবে তিন শিফটের জন্য মোট তৃতীয় শ্রেণীর অশিক্ষক কর্মী ৬জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর ২৫ জন নিয়ে কাজ চলছে। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হবার ৩০ বছরের মধ্যে যা সম্ভব হয়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় গত ৫ বছরে তা সম্ভব হয়েছে কিংবা হতে চলেছে-এই প্রসঙ্গে একজন প্রবীণ অধ্যাপক বলছিলেন, "বর্তমান সরকার এই কলেজকে ত্রিশ বছর এগিয়ে নিয়ে এসেছেন।"

কলেজের উন্নয়নমূলক প্রস্তাবগুলির সম্ভাব্যতা খাতিয়ে দেখতে এসেছিলেন একদল পরিদর্শক (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের) আগামী দিনে এই কলেজ-এ রসায়ন, দর্শন ও বাংলা সাহিত্যে অনার্স পড়ানোর বিষয়টি এখন পাকা; এমনকি বিজ্ঞানের আরো দু একটি বিষয়ে অনার্স খোলার কথাও কর্তৃপক্ষ চিন্তা করছেন। স্থানীয় সমস্যা বা প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে এখানে ফরেস্ট্রি এবং জিওলজি পড়ানোর জন্য যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা যথার্থই যৌক্তিক এবং তার অনুমোদন পাওয়ার জন্য সর্বস্তরে চেষ্টা করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের ৬টি কলেজে এম.এ. পড়ানোর যে প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন, আশার কথা, সে তালিকায় এই জে.কে. কলেজের নাম আছে। আরো একটি সুসংবাদ শীঘ্রই জেলায় আরো দুটি নতুন কলেজ খোলা হবে।

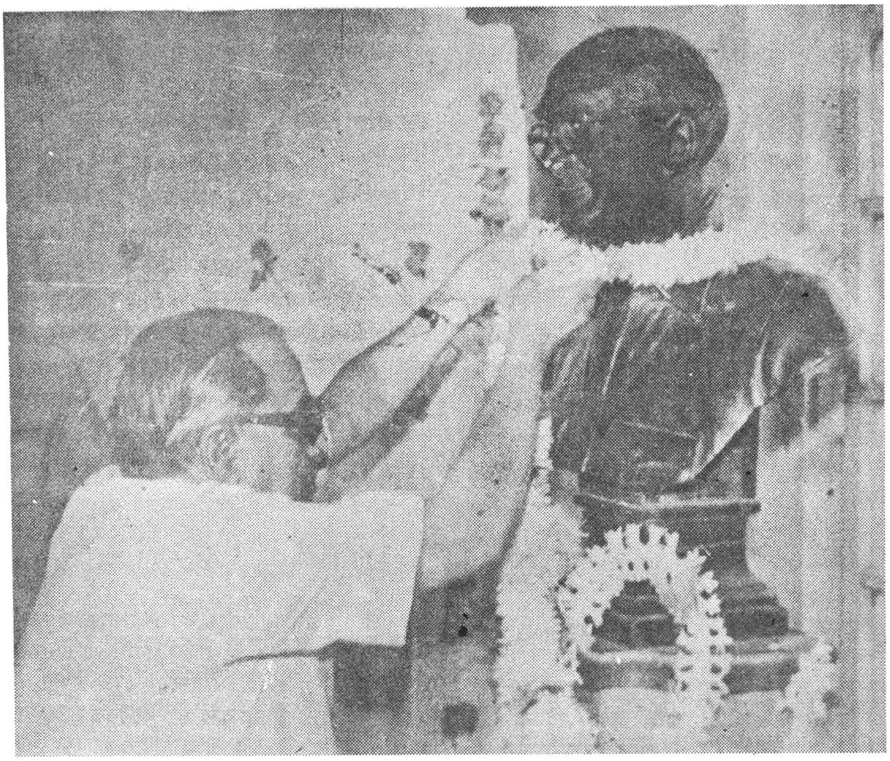
ইউ জি সি গত ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কলেজের বই এবং ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম কিনতে ৬৬ হাজার টাকা, ল্যাবরেটরি ভবনের জন্য ৫০ হাজার টাকা, ম্যাচিং গ্রান্টের শর্তে ঐ বাবদ আরও দুলক্ষ টাকা দিয়েছেন। শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য (এফ আই পি স্কিমে) বরাদ্দ হয়েছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানের পরিমাণ ছিল ল্যাবরেটরি বিল্ডিংয়ের জন্য তিন লক্ষ টাকা আরো ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা শীঘ্রই পাওয়া যাবে এর উপর খেলাধূলার সরঞ্জাম কিনতে ১০ হাজার, বাড়িঘর মেরামতির জন্য ১৫ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। এরই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় জেলা পরিষদ ৩০ হাজার টাকা এবং ৮০ হাজার ইঁট, যুব কল্যাণ দপ্তর ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা। পুরসভা খেলার মাঠ ও মাঠের সীমানা দেওয়াল তৈরি করে দিয়েছেন। কলেজের শিক্ষক অশিক্ষক কর্মীরা সাহায্য করেছেন প্রায় ১০ হাজার টাকা দিয়ে। শহরে ধনী-ব্যক্তির অভাব নাই; তাঁরা এগিয়ে আসতে পারেন সাহায্য দিতে যেমন এসেছেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রী দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধায় (১১ হাজার ১ টাকা), ব্যবসায়ী শ্রী শচীন্দ্রনাথ সিংহ (৫ হাজার) এবং অধ্যাপক শক্তি সাধন বোস (৫ হাজার)। এঁদের দেওয়া টাকা ব্যাংকে জমা থাকবে তার সুদ থেকে অনার্স পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্যানটিন, খেলাধূলা, শিক্ষণীয় বিতর্ক এবং কমনরুম ছাত্রদের শিক্ষণীয় ভ্রমণে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও আছে।

গ্রন্থাগারের আলমারিতে বহু নামী দামী বই ঠাসা রয়েছে কিন্তু স্থানাভাবে সেগুলির যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে বলে মনে হল না। প্রয়োজন অনেক তবু অনেক কিছু হচ্ছে এটা স্বীকার করতে হবে। শুধু সমালোচনা নয়, দলমত নির্বিশেষ এই শিক্ষায়তনের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে, যে কর্মোদ্যোগ এখানে শুরু হয়েছে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সকলকে তার শামিল হতে হবে-হলই বা কারো ক্ষেত্রে সে প্রয়াস সাগর বাঁধতে কাঠবেড়ালির ভূমিকায়।

ডঃ বিধানচন্দ্র রায় জন্মজয়ন্তী

বীরভূম জেলার প্যাটেল নগরে সাংস্কৃতিকী "সংস্থার উদ্যোগে গত ১ জুলাই পশ্চিমবাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। সকালে সংস্থার তরফ থেকে মহম্মদ বাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। বিকালে ডাঃ রায়ের প্রতিকৃতি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে ও সন্ধ্যায় প্যাটেলনগর বিধান মঞ্চে একটি স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী নিতাই পদ ঘোষ ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী জ্যোতির্ময় রায়। পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নে ডাঃ বিধান রায়ের অবদানের কথা স্মরণ করা হয়। সবশেষে সাংস্কৃতিকীর শিল্পীগণ কর্তৃক গীতি আলেখ্য ও বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।



ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে মহাকরণের অলিন্দে স্থাপিত মর্মর মূর্তিতে মাল্যার্পণ করছেন পূর্ত ও আবাসন মন্ত্রী শ্রী যতীন চক্রবর্তী। । ছবিঃ ফনী চক্রবর্তী

মাথাভাঙগায় তথ্য প্রসার কেন্দ্রের উদ্বোধন

গত ৩০ জুন '৮৫ তারিখ বিকেল চারটায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীঅখিলচন্দ্র প্রামাণিক প্রদীপ জ্বেলে মাথাভাঙগা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তথ্য প্রসার কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শ্রী দীনেশ ডাকুয়া।

এই উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে কুমারী পারমিতা সরকার। স্বাগত ভাষণে কোচবিহার-এর জেলা তথ্য আধিকারিক তথ্য প্রসার কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান যে কোচবিহার জেলার অন্তর্ভুক্ত দিনহাটা এবং তুফানগঞ্জ মহকুমার তথ্য প্রসার কেন্দ্র দুটি অল্পদিনের মধ্যে চালু হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে তিনি উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানান।

উদ্বোধক শ্রী প্রামাণিক বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু সঠিক তথ্য পরিবেষণ নয়, সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র সুস্থ চেতনা ও সংস্কৃতি সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী সৃষ্টি করতে পারে। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত তথ্য পরিবেষণ করা, সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং অপসংস্কৃতিকে প্রতিহত করে সংস্কৃতিকে বিকশিত করা। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, মাথাভাঙগা তথ্য প্রসার কেন্দ্র প্রকৃত পক্ষেই জনসাধারণের উপকারে আসবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক শ্রী ডাকুয়া বলেন যে, মাথাভাঙগার ইতিহাসে তথ্য প্রসার কেন্দ্র নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, তথ্য প্রসার কেন্দ্র যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, তথ্য প্রসার কেন্দ্র অসংখ্য উৎসাহী পাঠকের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানের ও মহকুমা শাসক সভাপতি শ্রী চিত্তরঞ্জন মুসিব বলেন যে, এই তথ্য প্রসার কেন্দ্রে সরকারের উন্নয়নমূলক নানা তথ্য আহরণ সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়বার সুযোগ পাওয়া যাবে। এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা যেতে পারে। এতে করে তথ্য প্রসার কেন্দ্র পাঠকদের মধ্যে সুস্থ চেতনা ও সংস্কৃতি বিকাশের সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেষণ করেন কুমারী শর্মিষ্ঠা ঘোষ, শ্রীমতী অরুণা পাল, শ্রী রঞ্জন কাহালী এবং প্রবীণ শিল্পী শ্রী শিশির কুমার ভাদুড়ী।

মাথাভাঙগা মহকুমা তথ্য আধিকারিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক সহ উপস্থিত অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তথ্য প্রসার কেন্দ্রের উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "পথের পাঁচালী" ছবিটি প্রদর্শিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রচুর জন সমাগম হয়েছিল।

বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১৬ মে তমলুক পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে প্রায় ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত গগনাঘাট বিপ্লবী সুরেন্দ্র রক্ষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের' দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা। সুরেন্দ্র রক্ষিত ছিলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরামের সহযোগী বন্ধু। সুরেন্দ্র রক্ষিতের উদ্যোগে পরিচালিত রক্ষিতবাটির ব্যায়ামাগারটিতে সেই সময় গোপনে ক্ষুদিরাম ও অন্যান্য তরুণ বিপ্লবীরা লাঠি ও ছুরি নিয়মিত অনুশীলন করতেন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে সুরেন্দ্র রক্ষিতের মৃত্যু হয়।

আজীবন লড়াকু কবি
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান



নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের সাথী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১ জুলাই '৮৫ রাত ৮-১৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১২ জুলাই শ্মশানে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মাল্যদান করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রভাস ফদিকার। বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সরোজ মুখোপাধ্যায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং প্রয়াত কবির পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন। তথ্য-দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রভাস ফদিকার প্রয়াত কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকবার্তায় বলেছেনঃ

"কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। একজন আপস-হীন অক্লান্ত সৈনিকের প্রস্থান ঘটলো নিষ্ঠুর ভাবে। ভালবাসা এবং মানুষকে ভালবাসার এমন এক কবির সন্ধান কদাচিৎ পাওয়া যায়। তিনি রবীন্দ্রপুরস্কার পেয়েছিলেন যে শুধু তাই নয়, সাহিত্য প্রেমীর হৃদয়ে তিনি যে আসন পেয়েছেন তা অসামান্য। তাঁর চিন্তায় ছিল সুস্থ সমাজ আর আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি। এমন বড়ো মাপের স্রষ্টাকে হারিয়ে এক গভীর শোক আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

"এই দিনে তাঁর স্ত্রী পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য স্বজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।"

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সম্পাদক শ্রী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংঘের পক্ষ থেকে প্রয়াত কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, ছিন্ন মূল, বেদনার্ত, শোষিত দেশবাসীর দহন জ্বালায় অস্থির কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছে।

বহু কাব্যানুরাগী; অনুরাগীরা তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'রাণুর জন্য' এবং একেবারে অন্তিম কালে রোগশয্যা থেকে 'আমার 'যাক্তের ঘোড়া।' তাঁর বিখ্যাত কয়েকখানা বই হচ্ছে, 'মুন্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চীৎকার করে', 'অথচ ভারতবর্ষ তাদের', 'বাহবা সময় তোর', 'সার্কাসের খেলা' 'আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা' 'বেঁচে থাকার কবিতা' প্রভৃতি।

তিনি প্রায় ৫০ খানা বই লিখেছেন।

প্রফুল্ল ঘোষের পি ডি এফ সরকারের সময় যাঁরা আইন অমান্য করে মিছিলে পা বাড়িয়ে গ্রেপ্তার বরণ করে ছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বন্দীমুক্তি আন্দোলনেও তিনি অংশ নেন। জরুরি অবস্থারও তিনি প্রতিবাদ জানান। লিট্ল ম্যাগাজিনের তিনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠ পোষক। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৮১ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংহ দাস পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করেন।

[১৯৭৮ সালে ২৬ মে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ নজরুল সংখ্যায় প্রকাশিত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাজী নজরুল ইসলামের উদ্দেশে রচিত মৃত্যুত্তীর্ণ কবিতাটি নিচে পুনর্মুদ্রিত হল,

কাজী নজরুল ইসলাম-কে মনে রেখে

মৃত্যুত্তীর্ণ

তিনি পারেন গাইতে প্রেমের গান
দারুণ অপ্রেমের আগুন
যখন তিন-ভুবনে আনে চোখের ধাঁধা যখন মানুষ
নিজের বুকে ছুরি বসায়, দিন দুপুরে ভাইকে
করে খুন;
তিনি পারেন রক্তেভাসা মাটিকে বুকে জড়িয়ে
ধ'রে
অবাক করতে ভালবাসা–
'জীবন, আহা জীবন, আহা মানবজীবন, আবাদ
করলে হয় সোনা!'
সব যদি যায়, তবুও তাঁর মুখের ভাষা
হয়না মলিন! বরং সর্বনাশেই তিনি হাতের
কলম বুকের রক্ত
এক করে নেন; সর্বনাশেই স্বপ্ন দেখেন, রাস্তা
হাঁটেন,
যম দুয়ারের কড়া নাড়েন–
তিনি পারেন মানুষ ও পৃথিবীর জন্য, প্রেমের জন্য
জীবন দিতে;
যুদ্ধ হেরে যুদ্ধ জিততে; তিন ভুবনের পশুর
স্পর্ধা, ইতর স্বার্থ,
হিংসা ও লোভ
গানের হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে। তিনি পারেন।
তিনিই পারেন।।

ভারতে মুদ্রাস্ফীতিঃ রটনা ও প্রকৃত ঘটনা

শ্রী দীনেশ রায়

এখন কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্রগণ বলতে শুরু করেছেন, মুদ্রাস্ফীতি সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে রোধ করা গেছে, এ বছর মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধির হার গত বছরের চেয়ে বেশি হবে না। কিছুদিন আগেও সংসদে খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী রাও বীরেন্দ্র সিং বলেছিলেন, বাজেট পেশের চার সপ্তাহের মধ্যে পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ২.৭ শতাংশ বেড়েছে এবং এই বৃদ্ধিতে সরকার উদ্বিগ্ন মূল্য বৃদ্ধির কারণগুলি অনুশীলন করা হচ্ছে। রাও বীরেন্দ্র সিং পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী পাইকারী মূল্যের হিসাবেই মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ৩২ শতাংশেরও বেশি দাঁড়ায়।

এখন পরিসংখ্যানের কারচুপির সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, সরকারি ব্যবস্থাবলীর দৌলতে মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্রগণ এই ইঙ্গিতও দিচ্ছেন যে, মূল্য আর বৃদ্ধি পাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রচারে দেশের অনেক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিস্ময়ই শুধু নয়, কৌতুকও বোধ করছেন। কারণ দেশের অগণিত গরিব মানুষ নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করছেন, কীভাবে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের পর প্রত্যেকটি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের খুচরো দাম তাঁদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু খুচরো দামের প্রশ্নে নীরব। টাকার ক্রয় ক্ষমতার উদ্বেগজনক হ্রাস সম্পর্কেও সরকারের কোন মাথা ব্যথা নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেষ্টাদের আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, আপনারা দেখান কোন অত্যাবশ্যক দ্রব্যের খুচরো দাম বাড়েনি এবং কোন দ্রব্যের দাম বেড়েছে। সাধারণভাবে এটা দেখা যাচ্ছে, মার্চ ও এপ্রিল মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার তুলনামূলকভাবে কম থাকে। কিন্তু এ বছরের মার্চ ও এপ্রিল মাসে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হলো কেন, তার কোন ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টাগণ দিচ্ছেন না।

পি টি আই-এর এক আনুষ্ঠানিক সমীক্ষায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের (মার্চ, ১৯৮৫) পর প্রত্যেকটি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের দর ১০-১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আবার বলছি, ১৯৮৫ সালের মে মাসে অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির খুচরো দাম আরও বেড়েছে। সারাদেশেই এই অবস্থা।

ইকনমিক টাইমস পত্রিকার রিসার্চব্যুরো বৃহত্তর বোম্বাই-এ খুচরো দরের যে সমীক্ষা করেছে তার থেকে দেখা যাচ্ছে-১৯৮৫ সালের মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিল মাসে খাদ্যশস্যের খুচরো দাম বেড়েছে ০.৬ শতাংশ, খাদ্যজাত দ্রব্যের দাম ২.৭ শতাংশ, জ্বালানীর দাম ৪.৬ শতাংশ, বস্ত্রের দাম ৪.৮ শতাংশ, চিকিৎসার খরচ (অর্থাৎ ওষুধ পত্রের দাম) ৯.৭ শতাংশ এবং যাতায়াতের খরচ ১০.১ শতাংশ।

ইকনমিক টাইমস পত্রিকার রিসার্চ ব্যুরোর উপরোক্ত সূচী বৃহত্তর বোম্বাই-এর জন্য। কিন্তু অন্য সমস্ত অঞ্চলেও একই অবস্থা। খাদ্যশস্যের খুচরো দাম বৃহত্তর বোম্বাই-এ খুব একটা বেশি বাড়েনি, কিন্তু অপর অনেকগুলি শহরে এই দাম বেশ কিছুটা বেড়েছে। এ রিপোর্টও পাওয়া যাচ্ছে যে দেশের কয়েকটি অঞ্চলে কৃষকেরা তাঁদের উৎপন্ন আলুর জন্য ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না; কিন্তু ক্রেতাদের এই আলু অত্যন্ত চড়া দামে ক্রয় করতে হচ্ছে।

বাজেট প্রস্তাবগুলির দাম বৃদ্ধির জন্য দায়ী নয়। এ সময় সাময়িক কালের জন্য দাম বৃদ্ধি পেয়েই থাকে, কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্রদের এই অজুহাত ভিত্তিহীন। আমরা বলছি, কেন্দ্রীয় সরকারের তথাকথিত "নয়া অর্থনীতি" দৌলতে দেশ বৃহত্তর মুদ্রাস্ফীতির চাপের সম্মুখীন হতে চলেছে।

বাজেটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষ কর হিসাবে যে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা নিয়েছে, বিত্তবানদের জন্য যে কর ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, রেলের ভাড়া ও মাশুলের হার বৃদ্ধির যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, প্রশাসনিক ফতোয়া জারির মাধ্যমে অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির দাম বাড়িয়ে যে রাজস্ব সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়েছে তা নবপর্যায়ে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধির বীজ বপন করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই এই ব্যবস্থাগুলির প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। এর সাথে যুক্ত হয়ে ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে বিরাট অংকের বাজেট ঘাটতি (প্রায় ৭৫০০ কোটি টাকা), যা বাড়তি নোট ছাপিয়ে পূরণ করা হবে। এই ঘাটতি ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া আজ হোক, কাল হোক, পরশু হোক, দেখা দিতে বাধ্য। অতএব আমরা মনে করি ১৯৮৫-৮৬ সালে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধির হার অতীতের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করে যেতে পারে।

একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ লিখছেন, শতকরা ১ জন ধনবানের নিচে অর্থাৎ (শতকরা ৯৯ জন) যারা তাঁদেরকেই পরোক্ষ কর আরোপ থেকে উদ্ভূত মূল্য বৃদ্ধির আঘাতে জর্জরিত হতে হবে। সিমেন্টেই শুধু দুর্মূল্য হবে না, লেখার কাজও দুর্মূল্য হবে। গরিব মানুষের অন্যতম প্রধান সম্বল কেরোসিনের জন্য বেশি দাম দিতে হবে। আরও গুরুতর বিষয় হলো, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ানোর দরুন গরিবদের জন্য পরিবহন খাতে ব্যয়ও প্রভূত বৃদ্ধি পাবে, এবং ইতিমধ্যেই একটা শুরু হয়েছে। রেলওয়ে ভাড়া বৃদ্ধি জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুর্দশায় ফেলবে। মাশুলের হার বাড়ানোর দরুন অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির দাম বৃদ্ধি পাবে। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ইস্পাতের দাম বাড়িয়ে দিয়ে ৪০০-৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছে-এতে ইস্পাতের দাম ইতিমধ্যেই বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। এই অর্থনীতিবিদ আরও লিখছেন: এখন যেটা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা হলো-ব্যাপকভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে খরচ বাড়িয়ে দেওয়া; এর সাথে যুক্ত হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য উপাদান-এসব কিছুই অর্থনীতিকে বিপজ্জনক অবস্থার দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

"এই সব কিছুরই পেছনে মৌল বিষয় হলো-চূড়ান্ত বিচারে ধনীরা কর ছাড় এবং করের হার হ্রাস থেকে লাভবান হব; এবং গরিব জনসাধারণ কর আরোপের দরুন দরবৃদ্ধির বলি হবেন ও মুদ্রাস্ফীতি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

গরিব ক্রেতাদের উপর প্রচন্ড বোঝা চাপবে। কিন্তু বেসরকারি কোম্পানি ক্ষেত্র কোম্পানির মুনাফার উপর নিম্ন হারে কর প্রদান করবে" (ডঃ ভবতোষ দত্ত-ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, বোম্বাই ২০শে এপ্রিল, ১৯৮৫)।

এখানে আমরা যোগ করেছি, অতি সম্প্রতি কেন্দ্র প্রশাসনিক আদেশ জারির মাধ্যমে সারা দেশে সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য

লেভি চিনির দাম কিলোগ্রাম প্রতি ৪৫ পয়সা বাড়িয়ে দিয়েছে। জাতীয়করণের পর কয়লার দাম ছয়বার বাড়ানো হয়েছে। এখন কয়লার দাম আরও বাড়ানোর জন্য (টন প্রতি শতকরা ২৫ ভাগ) তোড়জোড় চলছে।

নিঃসন্দেহেই সব কিছু মিলিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস (আই) সরকার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্বব্যাঙ্কের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে কেন্দ্রীয় যোজনাকে ক্ষয় করছে তার এক বিশ্লেষণ করেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং যোজনা কমিশনের প্রাক্তন ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক লাকদওয়ালা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় (১৯৮০-৮৫) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য চলতি মূল্যমান অনুযায়ী ৯৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। কিন্তু চলতি মূল্যমান অনুযায়ী, প্রকৃত বরাদ্দের পরিমাণ ১,১০,৯৭১ কোটি টাকা। ১৯৭৯-৮০ সালকে ভিত্তি বছর ধরলে, প্রকৃত খরচ ৮০,৪৮০ কোটি টাকা মাত্র (লাকদওয়ালা-ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২০শে এপ্রিল, ১৯৮৫)।

প্রকৃত অর্থে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে লক্ষ্যী লক্ষ্যের তুলনায় ৩০ হাজার কোটি টাকা কম হয়েছে।

এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির একটিও কার্যকর হয় নি। উদাহরণ হিসাবে ইস্পাত, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ কয়লা, সেচ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়।

১৯৮৫-৮৬ সালে, অর্থাৎ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার শেষ বছরের (১৯৮৪-৮৫) তুলনায় কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে যোজনা বরাদ্দ মামুলি বৃদ্ধি পেয়েছে, ৬.৫ শতাংশ মাত্র। কিন্তু আমরা বলছি, মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা বিচার বিবেচনার মধ্যে ধরলে প্রকৃত অর্থে বরাদ্দ হ্রাস পাবে।

মুদ্রাস্ফীতির এটাই অনিবার্য পরিণতি। মুদ্রাস্ফীতির ধনীদের আরো ধনী করে এবং গরিবদের ক্রয় ক্ষমতা আরও হ্রাস করে। শুধু তাই নয়, মুদ্রাস্ফীতি খরচ বাড়িয়ে দিয়ে অর্থনীতির পরিকল্পিত অগ্রগতিকে ব্যহত করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার ক্ষেত্রে এটা আমরা দেখেছি।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ

	চলতি মূল্যমান অনুযায়ী বরাদ্দ (কোটি টাকা হিঃ)	১৯৭৯-৮০ সালের মূল্যমান অনুযায়ী বরাদ্দ (কোটি টাকা হিঃ)
১৯৮০-৮১	১৫,০২৩	১২,৭০০
১৯৮১-৮২	১৮,৩৭৩	১৪,২০০
১৯৮২-৮৩	২১,৭২৫	১৬,৪০০
১৯৮৩-৮৪	২৫,৬৮১	১৭,৭০০
১৯৮৪-৮৫ (বাজেট)	৩০,১৬৯	১৯,৪০০
মোট	১,১০,৯৭১	৮০,৪০০

(অধ্যাপক লাকদওয়ালা—ঐ)

ছাত্র ও যুব জগৎ

ভাতার ব্লক যুব উৎসব

আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ উপলক্ষে ভাতার ব্লক ছাত্র যুব উৎসব ৬.৫.৮৫ থেকে শুরু হয়, ভাতার সরকারি মঞ্চে। শেষ হয় ৯.৫.৮৫।

৬.৫.৮৫ তারিখ উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রী সুধীর রায় এম. পি.। ভাতার ব্লকের ছাত্র যুব উৎসব পঞ্চম বর্ষে পদার্পন করেছে। সেই জন্য প্রথমে তিনি পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং পাঁচটি সাদা পায়রা উড়িয়ে যুব উৎসবের শুভ সূচনা করেন। স্বাগত জানান যুব যুব বর্ষের—শ্লোগান তিনটিকে, "অংশ গ্রহণ" উন্নয়ন ও শান্তি" এরপর তিনি তাঁর ভাষণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরো তিনটি শ্লোগান "সকলের জন্য স্বাস্থ্য এবং সকলের জন্য কাজ"-এর ব্যাখ্যা করেন এবং যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যুব উৎসবের ভূমিকা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করার জন্য আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক যুববর্ষের জন্য এবারের যুব উৎসব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রায় ৪৫০জন ছাত্রছাত্রী যুবক-যুবতী বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন। বসে আঁকো, আবৃত্তি, গান বিতর্ক প্রশ্নোত্তর নাটক, প্রভৃতি প্রতিযোগিতার সঙ্গে চলে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এ বারের যুব উৎসবে ৩০টি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা হয়। বিভিন্ন বিভাগে স্বরচিত কবিতা, গল্প-প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রতিযোগিতাও এবারের যুব উৎসবের বিশেষ আকর্ষন।

যুব উৎসবের তৃতীয় দিনটি ছিল স্মরণীয় ২৫শে বৈশাখ। ঐ দিনের অনুষ্ঠানসূচী আরম্ভ হবার পূর্বে সমস্ত প্রতিযোগীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কবি গুরুর ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী কে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুসকরা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী অরুণ চ্যাটার্জি এবং ভাতার হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী নকুলেশ্বর দত্ত ৯.৫.৮৫ পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহবুব জাহেদী। তিনি তাঁর ভাষণে গ্রামে গঞ্জে এক সঙ্গে এত যুবকের সমাগম খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। ছাত্র যুব উৎসবের মাধ্যমেই দেশের যুব সমাজ সঠিক পথের সন্ধান পাবেন বলে তিনি আশা ব্যাক্ত করেন।

যুব উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রী দিলীপকুমার তাঁর ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিনকে স্মরণ করে যুব বর্ষ শুরু। তাই বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করার জন্য তিনি যুব সম্প্রদায়ের নিকট আহবান জানান।

যুব উৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রী তারকেশ্বর মন্ডল এই চার দিনের অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি ছাত্র ও যুবক এবং যুব উৎসবকে সফল করার জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিশেষে জেলা পরিষদের সভাধিপতি সকল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার এবং প্রশংসাপত্র তুলে দেন।

গ্রামবাংলার সংবাদ দর্পণে

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনার কতক দৃষ্টান্ত গ্রামবাংলার পত্র পত্রিকা থেকে তুলে ধরা হলঃ

স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে

অবশেষে স্বপ্ন বাস্তাবায়িত হতে চলেছে। রাজ্য সরকার ও শিল্পপতি গোয়েঙ্কার যৌথ উদ্যোগে হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প স্থাপিত হচ্ছে। এসম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে দুলাখ বেকারের কর্মসংস্থান হবে। সংখ্যাটি নেহাত কম নয়।দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের নানান টালবাহানায় অনেকেই হতাশ হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেকস্ হয়ত কোনদিনই স্থাপিত হবেনা। কেন্দ্রীয় সরকার নানা অজুহাত দেখিয়ে শেষে গতবছর পরিষ্কার জানিয়েছেন হলদিয়ার উক্ত প্রকল্পের জন্য অর্থ দিতে পারব না। কিন্তু মহারাষ্ট্রে বারশত কোটি টাকা ব্যয়ে সেই কারখানা স্থাপনে কেন্দ্র অনুমোদন করেছে। এ রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ নতুন করে আর প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখেনা। তবু যারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কিছু বললে মুখ ভার করত তাদের এবার কি বলার রইল। আন্তরিকতা ও উদ্যোগ থাকলে কিছু যে বরা যায় বামফ্রন্ট সরকার তা প্রমাণ করে দিলেন।

বিধান নগরে ইলেকট্রনিক কমপ্লেকস-এর ব্যাপারেও কেন্দ্র একই মনোভাব দেখিয়েছে। উপরন্তু এক হাস্যকর যুক্তি দেখিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত রাজ্য, যদিও পাঞ্জাব হরিয়াণায় এই শিল্প স্থাপন করতে কোনো আপত্তি ওঠেনি। অবশ্য এ অজুহাতের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে রাজ্যবাসীর অসুবিধা হয়না। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিধান নগরেও ইলেকট্রনিক প্রকল্প স্থাপিত হচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে। যারা এরাজ্যে শিল্পে অশান্তির অজুহাত দেখিয়ে কলকারখানা ভিন্ন রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত করছিল, তাদের মুখের মত জবাব দিলেন বামফ্রন্ট সরকার। আর এ প্রসঙ্গে এ রাজ্যের কংগ্রেসীদের ভূমিকার কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। কলকাতাকে, এরাজ্যকে গালাগালি দিলেও ওদের গায়ে লাগেনা।

দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের জন্ম। সংগ্রাম করেই টিকে আছে ও থাকবে।

—অহল্যা—১.৬.৮৫

জনগণের সাথে সরকারি কর্মচারীদের সংযোগে প্রশাসনের অগ্রগতি

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জীবন-- জীবিকার আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। একটা অবক্ষয়ী সামাজিক পরিমন্ডলের মধ্যে এবং একটি দীর্ঘসূত্রী ও দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রতি পদে নানা বাধা বিপত্তি ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও এইভাবে একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্মচারী সমাজকে দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে সংগঠিত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তার ইতিবাচক প্রভাব প্রশাসনে অবশ্যই পড়ছে; বামফ্রন্ট সরকারের আট বছরের বিরাট জন-কল্যাণমূলক কর্মকান্ড রূপায়ণে কর্ম্মচারীদের ভূমিকা তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পরিচালিত এই বিশেষ ধরনের সংগ্রাম রাজ্যে অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারী সংগঠন সমূহের সামনেও এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসাবে সমুপস্থিত হয়েছে।

এ কথাও সত্য যে প্রশাসনে সময়ানুবর্তিতা ও ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রচুর ঘাটতি ও ব্যাপক শৈথিল্য। তাছাড়া প্রশাসনের অভ্যন্তরে দুর্নীতির বিভিন্ন দুষ্ট চক্রগুলও রয়েছে ক্রিয়াশীল। ফলে বৃহত্তর জনসাধারণকে অনেক সময় নানা ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একই হয়রানীর সম্মুখীন হচ্ছেন কর্মরত ও অবসর প্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরাও।

বিগত লোকসভা নির্বাচনে কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে বামফ্রন্ট সরকারের সমগ্র জন স্বার্থবাহী কর্মকান্ডকে নস্যাৎ করার অপপ্রয়াস চালান হয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী কালেও তা অব্যাহত আছে। এই অপপ্রয়াসের অঙ্গ হিসাবেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে কুৎসার অভিযান। সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত অপপ্রচারের বিরোধিতা করার পাশাপাশি জনগণের ন্যায়-সঙ্গত সমালোচনার যথাযথ মর্যাদা দিয়ে নির্বাচনোত্তরকালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি নতুন করে একটি কর্মসূচি নিয়ে দায় দায়িত্বের সংগ্রাম অবতীর্ন হয়েছে।

—খন্ডঘোষ সমাচার ৯.৬.৮৫

বামফ্রন্ট সরকারের আট বছর

বামফ্রন্ট সরকার সাফল্যময় আটটি বছর পার করে নয় বছরে পা দিল।

বামফ্রন্ট সরকার জনগণের কল্যাণে গৃহীত ন্যূনতম কর্মসূচিগুলি সার্থকভাবে রূপায়িত করেছে।

বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে চলেছে জনগণের বিপুল সমর্থনকে পাথেয় করে। রেডিও, টি, ভি বৃহৎ সংবাদ পত্রগুলির ধারাবাহিক মিথ্যা প্রচারের কালো ফানুসটাকে ফুটো করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক কৃষক ও গরীব মানুষের সরকার বামফ্রন্ট সরকার, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত জনসাধারণের প্রতিটি ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও তাঁদের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটাবার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

সারা দেশের রাজ্যগুলিতে যখন বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত হানাহানি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, তখন রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জ্বল পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পাশে বামফ্রন্ট সরকার এই ঘৃণ্য প্রবণতার বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত প্রহরী। সারা দেশে মধ্যে একমাত্র শান্তির রাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গ আর বামফ্রন্ট সরকারের কর্মতৎপরতাই তার কারণ। বামফ্রন্ট সরকারের আট বছরের শাসনে রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে এসেছে নব জাগরণের জোয়ার।

পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকারের গৃহীত প্রতিটি কর্মসূচি ও তার সফল রূপায়ণের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে, এই দৃঢ় আশা ব্যক্ত করছি।

—পূর্বলক্ষণ—২৫.৬.৮৫

স্ত্রী শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাফল্য সর্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সরকার আরও একটি ক্ষেত্রে সারা ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। তফসিলী জাতি ও সম্প্রদায়ের অবস্থা ফেরাতে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার নিয়ন্ত্রিত তফসিলী জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন ও অর্থ কর্পোরেশন উল্লেখ-যোগ্য কাজ করে দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। কর্পোরেশন তফফসিলী জাতি ও সম্প্রদায়ের ৮ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ধ্বণ দিয়েছে। কৃষি, পশুপালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মৎস চাষ, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি খাতে এই ধ্বণ দেওয়া হয়েছে। ধ্বণ এবং ভরতুকির পরিমাণ.৭৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৮০-৮১ সাল থেকে কর্পোরেশনের কাজে গতিবেগ আসে। ফলে কর্পোরেশন উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়। আগামী দিনে যে সফলতা আরো সুদূর বিস্তৃত হবে—এমন আশা করার সঙ্গত কারণ আছে।

—নতুন চিঠি—২২ ৬ ৮৫

বিবিধ সংবাদ

ব্যারাকপুরে পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোচনা

সম্প্রতি ব্যারাকপুরের সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট মহাদেবানন্দ বালক ও বালিকা বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ব্যারাকপুর মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এর উদ্যোক্তা। প্রধান অতিথির ভাষণে অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী গৌরাঙ্গকান্ত চট্টোপাধ্যায় পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এরকম আলোচনার আয়োজনের জন্য তথ্য দপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। সভাপতির ভাষণে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বলেন যে ছোটবেলা থেকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় বড় হয়ে সেই শিক্ষা কাজে লাগানো হয়। আজকের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাই আরও ব্যাপকভাবে এরকম শিক্ষার প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষক শ্রী কৃত্তিবাস হালদার পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেন। মহকুমা তথ্য আধিকারিক অশোক গুহ বলেন যে তার দপ্তর থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হচ্ছে। বনমহোৎসব পক্ষে তিনি সকলকে একটি করে গাছ লাগাবার অনুরোধ করেন। মহকুমা তথ্য দপ্তর থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও পোস্টার প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

তমলুকে স্বলপ সঞ্চয়ের পুরস্কার বিতরণী সভা

গত ২৮.৬.৮৫ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের পরিচালনায় দুপুর ১২টায় তমলুক মহেন্দ্র স্মৃতি সদনে কাঁথি, ঘাটাল ও তমলুক মহকুমার এজেন্টদের জাতীয় স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে পুরস্কার বিতরনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বল্প সঞ্চয়ের সহ অধিকর্তা (তমলুক) শ্রী এ.বি. মন্ডল। ঐ সভায় তমলুক কাঁথি ও ঘাটাল মহকুমার এজেন্টরা তাঁদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি তুলে ধরেন।

পাঁশকুড়া ১ নং ব্লকের ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির সদস্য শ্রী পশুপতি দাস বলেন, কিছু কিছু ব্যক্তি কারুর দেখে শুনে বা কারুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বল্প সঞ্চয়ে টাকা রাখে। কিন্তু আমাদের এজেন্টরা জনসাধারণকে ঠিকমত বুঝাতে পারেনা। তাই তারা জীবন বীমা ও অন্যান্য সঞ্চয়ী প্রকল্পে টাকা রাখে। স্থানীয় ব্লক এবং প্রশাসন বিভাগ যদি একটু সচেষ্ট হয় তবে জনসধারণকে বুঝাতে মোটেই অসুবিধা হবে না। তিনি জীবন বীমা ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে স্বল্প সঞ্চয়ের সমস্ত রকম সুবিধাগুলি বুঝিয়ে দেন।

পোস্ট অফিসের সিনিয়ার সুপারিনটেন্ডেন্ট (মেদিনীপুর) তাঁর বক্তব্যে বলেন, যে সমস্ত অসুবিধাগুলি এজেন্টদের কাজের অসুবিধা করছে তা চলতে দেওয়া উচিত নয়। যদি প্রয়োজন হয় তবে সঞ্চয় অধিকর্তার দৃষ্টি আবর্ষণ করতে হবে।

সর্ব শেষে সভাপতি এ.বি.মন্ডল বলেন, স্বল্পসঞ্চয়ের মূলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই টাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ হয়। এই ৮৪-৮৫ সালে তিন মহকুমায় ১০,২৫,০০০ (দশ কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা) সংগ্রহ হয়েছে। আমরা যদি একটু বেশি চেষ্টা করি আগামী দিনে আরও বেশী সংগ্রহ করতে পারব। পশ্চিম বঙ্গে ১৯৮৪-৮৫ সালে ৪০০ ১৮,০০০০০ (চার শত আঠার কোটি) টাকা সংগ্রহ হয়েছে। ঐ সংগৃহীত টাকা থেকে পশ্চিম বঙ্গ সরকার বেশ কিছু টাকা উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করতে পারবে। এবং যে সমস্ত এজেন্ট পুরস্কৃত হচ্ছেন তাদের ধন্যবাদ জানান।

অবশেষে সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট (পোস্ট অফিস) বিজয়ী এজেন্টদের পুরস্কার ও প্রসস্তি পত্র তুলে দেন।

এক নজরে তমলুক, ঘাটাল ও কাঁথি মহকুমার স্বল্প সঞ্চয়ের খতিয়ানঃ—

(১) মোট সংগ্রহের পরিমানঃ—

(ক) ১৯৮৩-১৯৮৪ সালে সংগ্রহঃ ৭,২২,০০,০০০.০০,

(১৯৮৪-১৯৮৫ সালে সংগ্রহ ১০,২৫,০০,০০০.০০,

(২) এজেন্টদের সংগ্রহ ও কমিশন

(ক) ১৯৮৩-১৯৮৪ সালে সংগ্রহ ৬,১৫,০০,০০০.০০,

(খ) ১৯৮৪-৮৫ সালে এজেন্টদের প্রাপ্ত কমিশন ১,২০,০০০.০০

(গ) ১৯৮৪-১৯৮৫ সালে এজেন্টদের সংগ্রহ ৭,৮৬,০০,০০০.০০

(ঘ) ১৯৮৪-১৯৮৫ সালে এজেন্টদের প্রাপ্ত কমিশন ১,৫০,০০০.০০

(৩) ১৯৮৩-৮৪ সালে ইনসেনটিভ এওয়ার্ড (পুরস্কার) বিতরণঃ

(ক) ১৯৮৩-৮৪ সালে মোট এজেন্ট ৩৪৬ জন।

(খ) প্রথম ১৯৮৩-৮৪ সালে পুরস্কার পাচ্ছেন ১৯৩ জন।

(প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকরী এজেন্টগন ও সংগ্রহ)

শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতি, সংগ্রহ ২৯,২৬,৩০০.০০

শ্রী শৈলজা চরণ মিশ্র, সংগ্রহ ১৮,৫৬,২০০,.০০,

শ্রী শশাঙ্ক শেখর নায়েক, সংগ্রহ ১৪,৭০,৮০০.০০

কার এসি ১৭ ৭ ৮৫

পুরাতন মালদা ব্লকঃ গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষকদের সুনিশ্চিত কর্মবিনিয়োগ প্রকল্পে অগ্রগতি

পুরাতন মালদা ব্লকে ভূমিহীন কৃষকদের সুনিশ্চিত কর্মবিনিয়োগ প্রকল্পে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে সে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ভূমীহীন কৃষকদের বছরে বছরে ২০০ দিন কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা। এই প্রকল্পে পুরাতন মালদা ব্লকে বেশ কিছু রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ হয়েছে। মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে চন্দ্রমোহন নিম্ন বিদ্যালয় থেকে গোলাপট্টি পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। বুলবুলচন্ডী থেকে সাহাপুর পর্যন্ত একটি এবং আদিনা রেল স্টেশন থেকে সঞ্জয়িল গ্রাম পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বেশ কিছু রাস্তা সংস্কারের কাজ হয়েছে। রাস্তাগুলির নাম নীচে দেওয়া হল—

(১) নেমুয়াঘাট থেকে পুতুলপাগট্টা (মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত)

(২) বাচামারী থেকে মহানন্দা ব্রীজ (মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত)

(৩) শান্তি সরকারের বাড়ি থেকে ঈশ্বরগঞ্জ (কুচিন্দা হয়ে) (যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত)

(৪) সোনাকুড়ি থেকে মীনাপাড়া (ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত)

(৫) বেহুলা নদী থেকে শান্তিপুর গ্রাম

(৬) হটাৎপাড়া থেকে সবদলখাল মোড়

(৭) লক্ষ্মীগঞ্জ থেকে গোহালদাড়া (মহিষবাথানী গ্রাম পঞ্চায়েত)

এই রাস্তাগুলির নির্মাণ ও সংস্কারের ফলে একদিকে যেমন বহু ভূমীহীন কৃষকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে তেমনি আর একদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে।



'ল্যাম্পস' সমিতির উদ্যোগে আদিবাসী সভ্যদের ঋণ প্রদান

গত ২২.৬.৮৫ তারিখে দৌলতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বংশীহারী ল্যাম্পস সমিতির ৪৫ জন সদস্যকে ১, ৪৩, ২৯০ টাকা মূল্যের মধ্যে মেয়াদী ঋণ বিতরণ করা হয়।

'৭৫,৬০০ টাকা "মূল্যের বলদ" ও "গোরুর গাড়ি" দেওয়া হয় ২১ জন ক্ষুদ্র চাষীদিগের, ১২,৮৬০ টাকা মূল্যের মুদিখানার ঋণ দেওয়া হয় ৮জন সদস্যকে, ৯০০ টাকা মূল্যের দোকানের ঋণ দেওয়া হয় একজন সদস্যকে, ৬ জন সদস্যকে দেওয়া হয় সেলাই মেসিন, এছাড়া 'পাম্প সেট' ছাগল, মাদ-চাষ প্রভৃতিতে বাকী সদস্যদিগের ঋণ দেওয়া হয়।

সভায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীযুক্ত ননীগোপাল রায় বক্তব্য রাখেন ও সামগ্রী বিতরণ করেন।

বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃর ডেপুটি ম্যানেজার শ্রী রবীন্দ্রনাথ সরকার উপস্থিত ছিলেন।

বংশীহারী ব্লকের সমবায় পরিদর্শক সমিতির চেয়ারম্যান ডাইরেক্টর এবং ২২৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ডায়মন্ডহারবারে সংস্কৃতি সন্ধ্যা

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের ২৪-পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৯ ও ৩০ জুন 'শিল্পী সম্মিলনী' ভবনে ও উত্তর হাজিপুর অঞ্চল এলাকার শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সাংস্কৃতিক আসর অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিটির নেতা শ্রী রবি চক্রবর্তী বুদ্ধিজীবী রাধ্যাশ্যমা দাস সভাপতিত্ব করেন। দুইটি আসরেই বিভিন্ন বক্তা সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

মালদা জেলায় ব্যাপক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটছে

জেলা শিল্প কেন্দ্রের প্রয়াসে মালদা জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। বর্তমানে এই দপ্তরের উদ্যোগের ফলে এই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলিতে প্রায় ২৫০০০ কর্মী নিযুক্ত রয়েছে। এই সংখ্যা জেলায় নিযুক্ত কর্মীর ১.২০ শতাংশ। তবে বেশীর ভাগ কর্মী মালদা জেলার প্রথাগত কুটির শিল্পে যেমন হস্তচালিত তাঁত, রেশম থেকে সুতা উৎপাদন, চামড়া, তৈল ও খনি ও বেতজাত প্রভৃতি শিল্পে নিযুক্ত আছে। তাছাড়া তাদের প্রয়াসে স্ট্রবোর্ড, ফলজাত, স্টিলের ফার্নিচার, প্যাকিং বাক্স, গুল, সাবান ও মিল্ক ইউনিট প্রভৃতি আধুনিক নূতন নূতন ক্ষুদ্র শিল্প মালদা জেলায় গড়ে উঠছে। এছাড়া এই দপ্তর আই.আর., ডি.পি প্রকল্পের অধীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় ২১ জন ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগী সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন স্বনিযুক্তি প্রকল্পেও যেমন বেতজাত, চামড়াজাত, সাধারণ বৃত্তিমূলক, ছুতোর ও মেকানিক শিল্পেও প্রচুর বেকার যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে এর আওতায় এনেছেন।

এই জেলা শিল্প কেন্দ্রে-মোট ৪৫৭৪টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা নথিভুক্ত হয়েছে এবং এই সমস্ত সংস্থার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৩ কোটি, ৩২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। ১৫৮৪৪ জন কর্মী এই সমস্ত সংস্থাতে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত আছে।

তাছাড়া এই দপ্তরের প্রয়াসে ৩৬ লক্ষ টাকার একটি বিস্কুটের, ১.২৫ লক্ষ টাকার পাউরুটির, ২৩ লক্ষ টাকার পর্সিলিন ও ১৪ লক্ষ টাকার পাটজাত কারখানা মালদা জেলায় খুবশীঘ্রই গড়ে উঠবে এবং এই কারখানাগুলিতে বহু লোকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

লালবাগ মহকুমায় কৃষি পেনশন বা বার্ধক্য ভাতা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্যকল্যাণমুখী কর্মসূচিগুলির মধ্যে বার্ধক্য ভাতা বা কৃষি পেনশন প্রকল্প অন্যতম। ৬০ বৎসরের বেশি বয়সের কৃষকরা এই প্রকল্পভুক্ত হওয়ার যোগ্য অর্থাৎ যারা দীর্ঘদিন কৃষি কাজে যুক্ত ছিলেন এখন কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন এমন কৃষক। এই প্রকল্পে লালবাগ মহকুমার বেশ কিছু সংখ্যক বৃদ্ধ কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পে প্রথম ১৯৮০ সালে অক্টোবর মাসে কাজ শুরু হয়। এই মহকুমায় ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে ৩৪৪ জনকে এই প্রকল্পভুক্ত করা হয় এবং প্রত্যেককে মাসিক ৬০ টাকা করে দেওয়া হয়। এ বাবদ ঐ আর্থিক বছরে মোট ১,২৩,৮৪০ (এক লক্ষ তেইশ হাজার আট শত চল্লিশ) টাকা দেওয়া হয়। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে ৩২৭ জনকে এই ভাতা দেওয়া হয়-মৃত্যুজনিত কারণে সংখ্যা কমে যায়। মাসিক ৬০ টাকা হারে মোট টাকার পরিমাণ ছিল ২,৩৫,২০০ (দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুই শত) টাকা দেওয়াহয়। ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে ২৯৫ জনকে ভাতা দেওয়া হয় মোট টাকার পরিমাণ ২,১২,২২০ (দুই লক্ষ বারো হাজার দুইশত কুড়ি) টাকা। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে ২৮৯ জনকে ভাতা দেওয়া হয়, মোট টাকার পরিমাণ ২,০৮,০৬০ (দুই লক্ষ আট হাজার ষাট) টাকা। ১৯৮৪-৮৫ সালে ২৯১ জনকে মোট ১,২৫,২৮০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার দুই শত আশি) টাকা।

বিষ্ণুপুরে চলচ্চিত্র উৎসব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে বিষ্ণুপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিষ্ণুপুর শহরের রূপকথা চিত্রগৃহে আনন্দমুখর পরিবেশে তিনদিনব্যাপী (২১-২৩ জুন, ৮৫) চলচ্চিত্র উৎসব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। গৃহযুদ্ধ, প্রাগঐতিহাসিক ও দখল, ছেলেটা চিত্রগুলি যথাক্রমে ঐ তিনদিন প্রদর্শীত হয়।

বিশাল দর্শক সমাবেশে ২১ জুন, ৮৫ তারিখে সকাল ৯টায় চলচ্চিত্র উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক শ্রী এন.এন.হক বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের দর্শক সাধারণ এই উৎসবে সতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। উৎসবের সমাপ্তি দিনে অর্থাৎ ২৬ জুন ৮৫ তারিখে বিষ্ণুপুরের মহকুমা তথ্য আধিকারিক সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রশাসন ও উৎসবে অংশগ্রহণকারী দর্শক সাধারণের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

।। খাদি ও গ্রামীন শিল্প প্রসার বিষয়ক আলোচনা চক্র।।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের উদ্যোগে এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলা পরিষদ ও জেলা শিল্প কেন্দ্রের যৌথ সহায়তায়, গত ৩-৪ জুলাই'৮৫ রায়গঞ্জ ক্যারিটাস হলে জেলায় খাদি ও গ্রামীন শিল্প স্থাপনের সম্ভবনার বিষয়ে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলার সভাধিপতি শ্রী ননী গোপাল রায়। খাদি ও গ্রামোদ্দোগ পর্ষদের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ, জেনারেল ম্যানেজার জেলা শিল্প কেন্দ্র এবং অন্যান্য সুধীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন ও আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন।

পঞ্চায়েত পরিক্রমা

১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক উন্নয়ন মূলক কার্যবিবরণ।

১)জামালদহের রাস্তায় ৫৫টি বৈদ্যুতিক স্তম্ভে জনসাধারণের জন্য বৈদ্যুতিক-আলো সরবরাহ বাবদ ব্যয়		৪৫৭৫.৪৫
২) জামালদহ ক্লাব ও পাঠাগারের উন্নয়নকল্পে দান–		৭০১.০০
৩) জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত-এ দরিদ্র ব্যক্তিদের বিবাহে শ্রাদ্ধে দান		৯০.০০
৪) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৬টি পানীয় জলের নলকূপ স্থাপন, ১৫টি ইঁদারা-বাঁশের সেতু ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত বাবদ	১২৬৩৭.৪০	

৫) ই.জি ডাবলু প্রকল্পে নগদ ১৫৩৫০.০০ ও ১১০০ কেজি গম দ্বারা নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রূপায়ণ.....

ক) কমুনিটি হল সংলগ্ন পুকুর খনন বাবদ-৮২৫ টি শ্রমদিবস দ্বারা ব্যয়	৪৯৫০.০০
খ) আশ্রম থেকে বেলতলা সড়ক-সংস্কার-২০০ টি	নগদ৯০০.০০ ও গম ২০০ কেজি।
গ) ভবনের বাড়ী থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত বাঁধ নির্মান-২৫০টি	নগদ ১১২৫.০০ ও গম ২৫০ কেজি।
ঘ) পুলিনের বাড়ি থেকে ধীরেনের বাড়ী বাঁধ নির্মান ২৫০টি	নগদ ১১২৫.০০ ও গম ২৫০ কেজি
ঙ) সর্বেশ্বরের বাড়ি থেকে মঙ্গল-দাসের বাড়ি নির্মাণ ২৫০টি	নগদ ১৮০০.০০ ও গম ৪০০ কেজি
চ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত ৩২৫ টি	নগদ ১৯৫০.০০
ছ) দ্বারিকামারী ২ নং বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার ৫০০ টি	নগদ ৩০০০.০০
বিবিধ ব্যয়	৫০০.০০–

৬)এন আর ই পি প্রকল্পে	নগদ ৫৫৫৪১.৩৯ ও ৫৭৮৩ কেজি গম।

চাউল দ্বারা নিম্নলিখিত ২৫টি প্রকল্প রূপায়ণ

	নগদ	চাউল	গম
১)জামালদহ গ্রামপঞ্চায়েতের ভোট কেন্দ্রসমূহ মেরামত	২৬৫০.০০	X	X
২)পীড়াতলা ঘাটে বাঁশের সেতু নির্মাণ	৯০৮.৭৫	X	X
৩)শিউনী পুল থেকে নাহেরটারী সড়ক সংস্কার	২২৫২.৮০	X	৪৭৩ কেজি
৪)সিমলা পাড়া থেকে খান সড়ক সংস্কার	৪৬৭৪.৩০	X	১০০০ কেজি
৫)জনকল্যাণ থেকে নগেনের বাড়ি সড়ক সংস্কার	৩৭৬৬.২৪	X	৮০০ কেজি
৬)বগেরডাঙ্গা হইতে শিকার পুর সড়ক সংস্কার	২৪২৭.৪০	X	৫১০ কেজি
৭)পানিশালা থেকে নকির সড়ক সংস্কার	৪৬৭৪.৩০	X	১০০০ কেজি
৮)রাজেনের বাড়ি থেকে ঠুনকির গড় খল খনন প্রকল্প	১২৪.৩০	২৮৪৮.৭৫০ গ্রাম	X
৯)ভুটান রোড থেকে মেলার ডাঙ্গা বাঁধ নির্মাণ	১৩২.৪০	২৮৩৫.৫০০ গ্রাম	X
১০)আদর্শ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার	৮২.৪০	১৫৯০.০০০ গ্রাম	X

১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক রূপায়িত উন্নয়নমূলক কার্যের বিবরণ।

১).জামালদহের রাস্তায় ৫৫টি বৈদ্যুতিক স্তম্ভে জনসাধারণের সুবিধার্থে-আলো সরবরাহ বাবদ	৩৮৩১.৬৩
২)শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদিতে চাঁদা দান	১৬০.০০
৩)পঞ্চায়েত কর্তৃক ৩টি বাঁশের সেতু নির্মাণ, কূপ সংস্কার রাস্তা-ইত্যাদি মেরামত বাবদ	১০৭৮.৫০

এন.ধরা.ই.পি প্রকল্পে নগদ ৫৭১৫৭.৭২ পঃ ও ৪১৫০ কেজি গম দ্বারা নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রূপায়ণ

১)জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৫টি পানীয় জলের কূপ স্থাপন	১০৯৬৫.০০	X
২)জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত পানীয় জলের নলকূপ স্থাপন	৯০৮.২০	X
৩)ঝোপের গোড় হইতে ভুটান রোড অবধি বাঁধ	১৬.২০১০০০.৫০০০ কেজি	
৪)কেশারহাট থেকে বাড়ী সড়ক সংস্কার	১৬.২০১২৪৯.৫০০০ কেজি	
৫)পীড়াতলা ঘাটে বাঁশের সেতু নির্মাণ	৪৭৫)০০	X
৬) দোলা ও ওলে বাঁশের সেতু নির্মাণ	৯৯৮.০০	X
৭)সুটুঙ্গা নদীতে ২টি সেতু নির্মাণ	১৫০০.০০	X
৮)পোলিং স্টেশন ও রাস্তা মেরামত	৩৬৪৮.৬০	X
৯)২১ টি পানীয় জলের কূপ স্থাপন (আংশিক)	৭৩৩০.০০	X
১০)লালচনের বাড়িথেকে মাঝির বাড়ি সড়ক সংস্কার	৩৭৭৪.৩০	X
১১)রবীন্দ্রের বাড়িথেকে শিবেশ্বরের বাড়ি	৩৪৯৯.৩০	X

১২)কবুয়া বাঁধ প্রকল্প	৬১৬১.৫০	৫৭৫ কেজি
১৩)জালুর বাড়ি থেকে পরানের বাড়ি বাঁধ	৬১৬১.৫০-	৫৭৫ কেজি
১৪)সদানন্দের বাড়ি থেকে বসুনিয়ার বাড়ি সড়ক সংস্কার	৭৫৮২.৪০	৭০০ কেজি

১২)আশ্রম থেকে ভুটান রোড সড়ক সংস্কার	৯০.৫০	১৩২৫.০০০ গ্রাম	X
১৩)স্কুল থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত বাঁধ নির্মাণ	১০৭.৪০	১৮৫৫.৪০	X
১৪)জামালদহ বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার	৩৬৯১.২০	X	X
১৫)হরনাথ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার	৩১০৭.৪০	X	X
১৬)পাটছড়া বুড়াবুড়ী বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার	২৭৯১.৩০	X	X
১৭)স্বারিকময়ী বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার	২৭৯৯.৩০	X	X
১৮)জামালদহ জুনিয়র স্কুলের মাঠ সংস্কার	৩১১৫.৫০	X	X
১৯)কাটাঘাট ও আশ্রমের ঘাটে সেতু নির্মাণ	·১১৩০.০০	X	X
২০)কবুয়া খাল থেকে কেশর হাট সড়ক সংস্কার	৩২০৩.৩০	X	X
২২)রামকৃষ্ণ ক্লাবের মাঠ সংস্কার	১৮৬৯.৪০	X	৪০০ কেজি
২৩)সাউয়ার টারী থেকে বসুনিয়রবাড়ি সংস্কার	২৭৬১.৪০	X	৬০০ কেজি
২৪)ভুটান রোড থেকে সড়ক সংস্কার	২৩০৩.৩০	X	৫০০ কেজি
২৫)সুটুংগানালা থেকে রোড সংস্কার	২৩১১.৪০	X	৫০০ কেজি

ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ মানুষেরা মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ও গ্রামের ভূমিহীন শ্রমিক এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নদিয়া জেলার চাকদহ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ঘেটুগাছি গ্রামে উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ সহ সৃষ্ট শ্রম দিবসের সংখ্যা নিচে দেওয়া হল।

৭৮। ৭৯ আর্থিক বৎসর:

১।কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প:

এই আর্থিক বৎসরে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের উক্ত স্কীমে নগদ ৩৪০৮.০০ টাকা ৬৮-১৬ কিলোগ্রাম গম চাল ও নিম্ন বর্নিত কাজের বিনিময়ে দেওয়া হয়।

প্রকল্পের নাম	সংখ্যা	দৈর্ঘ
ক) কাঁচা রাস্তা মেরামত	৫টি	৮ ১/২ কিলোমিটার

এই প্রকল্পে ৩৪০৮ টি শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়।

২। আর-ডব্লু-পি-স্কীম ৭৮।৭৯:

এই প্রকল্পে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত নগদ ৬৮৭২.০০ টাকা ও ১০৩.০৮ কিলোগ্রাম গম পায় এবং নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করে।

গোটেরা গ্রাম্য রাস্তা ১ম অংশ	১ কি.মি.
গোটেরা গ্রাম্য রাস্তা ২য় অংশ	২ কি.মি.
সহিসপুর থেকে শিবপুর	২ কি.মি.
নিজরা গ্রাম্য রাস্তা	১ কি.মি.
নিখরগাছি থেকে দুগাছি রাস্তা	১১/২ কি.মি
দুগাছি ঘোষ পাড়া রাস্তা	১/৪ কি.মি.

মোট ৮১/৩ কি.মি. রাস্তা সংস্কার হইয়াছে এবং ৩৪৩৬টি শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়।

আর-আর-পি-স্কীম ৭৮-৭৯:

এই প্রকল্পে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত নগদ ১১৫১৩ টাকা এবং ৬০-৫১ কিলোগ্রাম গম পায়। কাঁচা রাস্তা তৈরি ও সংস্কার ৫টি। ৫১/৪ কিলো মিটার কাঁচা রাস্তা সংস্কার করে ২০১৭টি শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়।

গৃহ নির্মাণ প্রকল্প:

এই প্রকল্পে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত নগদ ৬৮০০.০০ টাকা পায় এবং ৬৩টি গৃহ সংস্কার করা হয়।

১। কাজের বিনিময় খাদ্য প্রকল্প:

১৯৭৯-৮০ আর্থিক বৎসরে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমান আর্থিক বৎসরে নগদ ৭২৪৬.৫৮ টাকা এবং ৬৪ কুইন্টাল ৪৫ কিলোগ্রাম গম পায়; পূর্ববর্তী বৎসরের অবশিষ্ট ৫ কুইন্টাল গম। মোট ৭১ কুইন্টাল ৪৫ কিলোগ্রাম গম পায় এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২২৭৪টি শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়।

২। গ্রামীণ উন্নয়ন (আর-ডব্লু-পি) স্কীমঃ

এই প্রকল্পে পূর্ববর্তী বৎসরের অবশিষ্ট নগদ টাকা ১৮১২৮.০০ ও ৫০ কুইন্টাল ১৩ কিলোগ্রাম গম এবং বর্তমান বৎসরের প্রাপ্ত নগদ ৩০০০০.০০ টাকা ও ২২৯ কুইন্টাল ৪৪ কিলোগ্রাম গম পায়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩টি প্রকল্প রূপায়ণ করে এবং ৬৫৫৭টি শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়।

৩। গ্রামীণ পুনর্গঠন (সামাজিক সম্পদ) আর-আর-পি স্কীম:

এই প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ব বৎসরের অবশিষ্ট নগদ ১৬২২১-২২ টাকা ও ১ কিলোগ্রাম গম ও বর্তমান বৎসরের গম ১১১ কুইন্টাল ৭৮ কিলোগ্রাম ও চাল ৪৩ কুইন্টাল ৯৫ কিলোগ্রাম মোট নগদ ১৬২২১.২২ টাকা এবং গম ১১১ কুইন্টাল ৭৯ কিলোগ্রাম এবং চাল ৪৩ কুইন্টাল ৯৫ কিলোগ্রাম।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ২০, সৃষ্ট শ্রম দিবস ৫৪৭৩টি।

খরাত্রাণ:

এই প্রকল্পের মাধ্যমে নগদ ৩৬৩০.০০ টাকা ও ৪০ কুইন্টাল চাল পায়।

রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ২টি। সৃষ্ট শ্রম দিবস ১৬০০ টি।

কর্মসূচি রূপায়ণের বিবরণ

১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসর

১। কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প (এফ-এফ-ডাব্লু) স্কীম:

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ব বৎসরের অবশিষ্ট ২২৫.১৬ টাকা ও ৪৩ কিলোগ্রাম এবং বর্তমান বৎসরে ৩৪১৭.১৬ টাকা ও ৩৫ কুইন্ট্যাল গম পায়। মোট ৩৬৪২১৬ টাকা ও ৩৫ কুইন্ট্যাল ৪৩ টাকা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১১৮২ শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ১৯টি।

২। গ্রামীণ উন্নয়ন: (আর-ডাব্লু-পি) স্কীম:

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ব বৎসরের অবশিষ্ট ১৬১১৫.৫৭ টাকা গম ১ কুইন্ট্যাল ২৫ কিলোগ্রাম ও চাল ৯৫ কুইন্ট্যাল ৯ কিলোগ্রাম এবং বর্তমান বৎসরে চাল ৪৫ কুইন্ট্যাল পায়। মোট ১৬১১৫.৫৭ টাকা ১ কুইন্ট্যাল ২৫ কিলোগ্রাম গম ও ১৪০ কুইন্ট্যাল ৯ কিলোগ্রাম চাল পায়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ১২টি। সৃষ্ট শ্রমদিবস ৩৯৭৩টি।

৩। খরাত্রাণ:

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমান বৎসরে নগদ ২৫৩৭.০০ টাকা ও ২৭ কুইন্ট্যাল ৭৭ কিলোগ্রাম চাল পায়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ৪টি। সৃষ্ট শ্রম দিবস ৯৯২টি।

কর্মসূচি রূপায়ণের বিবরণ

১৯৮১-১৯৮২ আর্থিক বৎসর

১। গ্রামীণ উন্নয়ন (এন-আর-ই-পি) স্কীম:

এই প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ব বৎসরের অবশিষ্ট টাকা ১৫০০০.০০ এবং বর্তমান বৎসরে প্রাপ্ত ৫৪২৮৬.০০ ও ২৯৪ কুইন্ট্যাল ৮৬ কিলোগ্রাম চাল পায়। মোট নগদ টাকা ৬৯২৮৬.০০ ও ২৯৪ কুইন্ট্যাল ৮৬ কিলোগ্রাম চাল।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ৬৩টি, শ্রম দিবসের সংখ্যা ৮৪৭১টি।

কর্মসূচি রূপায়ণের বিবরণ

১৯৮২-১৯৮৩ আর্থিক বৎসর

গ্রামীণ উন্নয়ন (এন.আর.ই.পি):

১৯৮২-১৯৮৩ আর্থিক বৎসরে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ব বৎসরের অবশিষ্ট ৩১০০.০০ টাকা ও ৩৪ কুইন্ট্যাল ৪৮ কিলোগ্রাম চাল এবং বর্তমান বৎসরের প্রাপ্ত ৭৩০০০.০০ নগদ টাকা ও ৫৯ কুইন্ট্যাল ৭২ কিলোগ্রাম চাল পায়। মোট প্রাপ্ত নগদ টাকা ১০৪০০১.০০ টাকা ও ৯৪ কুইন্ট্যাল ২০ কিলোগ্রাম চাল পায়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে:

রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ৪০ টি। শ্রম দিবসের সংখ্যা ১২৬১০ টি।

২। গ্রামীণ পুনর্গঠনে (সামাজিক সম্পদ)

এই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান বৎসরে ১৯৪৮৫.০০ টাকা ও ৩০ কুইন্ট্যাল গম পায়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ২০ টি। শ্রম দিবসের সংখ্যা ৩০০০ টি।

৩। খরাত্রান:

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমান বৎসরে নগদ ৪৭৮৩৪.৪০ টাকা পায়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ৩৮ টি। শ্রম দিবসের সংখ্যা ৮১১৩ টি।

কর্মসূচি রূপায়ণের বিবরণ

১৯৮৩-১৯৮৪ আর্থিক বৎসর:

২। গ্রামীণ উন্নয়ন: এন.আর.ই.পি:

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমান বৎসরে নগদ ৪৩৯৩০.০০ টাকা ও ৮২ কুইন্ট্যাল ৪০ কিলোগ্রাম গম পায়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ২৮ টি। শ্রম দিবসের সংখ্যা ২১৩৯ টি।

২। গ্রামীণ পুনর্গঠন:

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ববৎসরে প্রাপ্ত নগদ ৫৯৮৫.০০ টাকা এবং বর্তমান বৎসরের প্রাপ্ত ১.৭৫১১.০০ টাকা ও ৪৪ কুইন্ট্যাল ৮৮ কিলোগ্রাম গম পায়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ১১ টি। শ্রম দিবসের সংখ্যা ৩৫৭২ টি।

ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জানালেন এই পঞ্চায়েতের লোক সংখ্যা ১৯৮১ আদমসুমারী অনুযায়ী ১৯১৯৭ জন। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ২০ জন।

কর্মচারীর সংখ্যা

ক) সচিব	১ জন
খ) কর্মসহায়ক	১ জন
গ) দফাদার	১ জন
ঘ) চৌকিদার	৭ জন

এই নিয়ে চাকদহ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত জাগুলি নেতাজী বাজারে অবস্থিত ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত।

জামালদহ একটা গ্রাম পঞ্চায়েত

মেখলীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত একটা গ্রাম পঞ্চায়েত জামালদহ। এই গ্রামপঞ্চায়েতের আয়তন ১২ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা ১৪,৪৬৮ জন। এই গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা ১৭ জন। নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ১৫ জনের এবং মনোনীত সদস্য দুই জন। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে পনেরটি। এছাড়া আছে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকার গুরুত্ব আর অস্বীকার করবার নয়। গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামবাসীর স্বার্থে সেবাকাজের পরিধি দিন দিনই বাড়িয়ে চলছে। গ্রামপঞ্চায়েতের লক্ষ্য গ্রামাঞ্চলকে বাসোপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েত নিষ্ঠার সাথে গ্রাম সেবার কাজ করলে গ্রামগুলি শুধু বাস উপযোগীই হবে না সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আকার হয়ে উঠবে। কবির ভাষায় গ্রামগুলি স্বর্গ পুরা হয়ে উঠবে।

সংস্কৃতি সংবাদ

তমলুক মহকুমায় চলচ্চিত্র উৎসব উদ্‌যাপন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় তমলুক মহকুমায় গত ৭, ৮ এবং ৯ জুন মোট তিনদিন বিপুল জন-সমাবেশের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

তমলুক মহকুমায় এই উৎসব দুইটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি চলন্তিকা সিনেমা হল, তমলুকে এবং দ্বিতীয়টি চারুলতা সিনেমা হল, পাঁশকুড়ায়।

চলন্তিকা সিনেমা হল, তমলুকে এই অনুষ্ঠানের শুভ-উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক, তমলুক শ্রী অমল কুমার রায় চারুলতা সিনেমা হল, পাঁশকুড়ায় এই উৎসবের, উদ্বোধন করেন পাঁশকুড়া বিধান সভা সদস্য শ্রী ওমর আলি।

মালদায় রবীন্দ্রমেলা ও প্রদর্শনী "রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় সংহতি"

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত "রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় সংহতি" প্রদর্শনীর প্রদীপ জ্বালিয়ে মালদায় ৩ ও ৪ জুনের দু-দিন ব্যাপী রবীন্দ্রমেলার উদ্বোধন করলেন ইংলিসবাজার পৌরসভার পৌরপতি অধ্যাপক শ্রী প্রভাত আচার্য। উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যাপক শ্রী আচার্য বলেন যে, আজকের ভারতবর্ষের অস্থিরতা ও বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা রোধে রবীন্দ্র ভাবনা ও চিন্তার প্রসার একান্ত প্রয়োজন এই লক্ষ্যকে মনে রেখেই এই রবীন্দ্রমেলা।

চলমান রবীন্দ্রনৃত্য-সংগীত ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে সুরু হয় রবীন্দ্রমেলা। শহরের গলি ও রাজপথের উপচে পড়া মানুষের ভীড় এই রবীন্দ্রমেলা সুন্দর করে তোলে।

মালদা শহরের বৃন্দাবনী মাঠে মুক্তমঞ্চে গীতাঞ্জলী মঞ্চে, বাবলী বালা মঞ্চে রক্তকরবী মঞ্চে ও চতুরঙ্গ মঞ্চে সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা অবধি আবৃত্তি, সংগীত, গীতিনাট্য, নাটক প্রভৃতির অনুষ্ঠান চলে।

সংলাপ নাট্য গোষ্ঠীর "চিত্রাঙ্গদা", রামকৃষ্ণযাত্রা শিল্পী সংসদ এর "কাবুলীওয়ালা", নটরাজ নাট্য সংস্থার "ছুটি", দীপঙ্কর ভৌমিকের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ-গীতি আবৃত্তি ও রূপদানের লোকনৃত্য দর্শকদের প্রশংসা পায়।

রবীন্দ্রমেলায় কবি-সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। ইংলিশবাজার পৌরসভা মালদা শহরের ৪জন প্রাচীন কবি-শ্রী সুধীর চক্রবর্তী, শ্রী প্রতুল গুপ্ত, শিবেন্দ্র শেখর রায় ও হরি প্রসন্ন মিশ্রকে কবি-সংবর্ধনা জানানো হয়।

রবীন্দ্রমেলা কমিটি আহ্বায়ক ও ইংলিশবাজার পৌরসভার কমিশনার শ্রী সুভাষ চৌধুরী রবীন্দ্রমেলার অনুষ্ঠান শেষে রবীনদ্র সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

"ব্রতচারী ইন্টারন্যাশনাল" এর সর্বভারতীয় লোকনৃত্য এবং ব্রতচারী অনুষ্ঠান

গত ২৯ মে ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মন্ডলীর পরিচালনায় "ব্রতচারী ইন্টারন্যাশনাল"-এর একটি মনোরম অনুষ্ঠান মাথাভাঙ্গা আশুতোষ হলে অনুষ্ঠিত হয়। দলে তেত্রিশ জন্য ব্রতচারী শিল্পী ছিলেন। তাদের নেতৃত্ব দেন শ্রী অমিতাভ ভট্টাচার্য ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মন্ডলীর প্রধান সচিব।

মাথাভাঙ্গা আমলাপাড়া ব্রতচারী মন্ডলীর উদ্যোগের সেদিনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থানীয় ব্রতচারী মন্ডলীর সম্পাদক শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র বণিক ও শ্রী শঙ্কর গুহ বক্তব্য রাখেন। শ্রী ভট্টাচার্য ব্রতচারী শিক্ষা এবং উদ্দেশ্যের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তারপর "গুরুজী প্রণাম" দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

ব্রতচারী শিল্পীরা দক্ষিণ ভারতের একটি ব্রতের নাচ, সিলেটের বধূবরণ, বাংলার ধামাইল, সারি প্রভৃতি পরিবেশন করেন। ঢালী এবং রায় বেশে দর্শকদের অভিভূত করে। এছাড়া রণপা নৃত্যও সকলকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে।

মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসক, মাথাভাঙ্গা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মাথাভাঙ্গা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এবং শহরের প্রচুর দর্শক এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন এবং সকলেই ব্রতচারীর এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ব্রতচারীর আদর্শকে দেশময় ছড়িয়ে দেবার জন্য "ব্রতচারী-ইন্টারন্যাশনাল" দলটি বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করছে।

মিত্রায়ণ

"কঙ্কণ কিঙ্কণী মঞ্জুল মঞ্জীর ধ্বনি"-র সুর লহরীর তালে তালে নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে 'মিত্রায়ণ'-এর বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল ১৪ জুন ৮৫ তারিখে রবীন্দ্র সদনের হলে।

মিত্রায়ণ তার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক শিশুশিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে সংগীত ও নৃত্যের ডালি দর্শকদের নিকট পরিবেশন করলেন। পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান ও দৃশ্যায়নগুলো হল: কৃষ্ণবলরাম ও গোপ বালকদের নৃত্য, নাগা নৃত্য, লাই হারউবা নৃত্য, 'জেনারেল' কাব্য সংগীতের দৃশ্যায়ণ, শঙ্খচিল কাব্য সংগীতের দৃশ্যায়ন ও 'মা হিংসী' নৃত্যনাট্যটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে-প্রাণ যে দান করতে পারে, অধিকার তারই, বেঁচে থাকার অধিকার সকল প্রাণীরই আছে, প্রাণ যে হনন করে তার কোন অধিকার নেই। নৃত্য নাট্যটির মূল কাহিনী হল রাজা দেবদত্ত কর্তৃক তীরবিদ্ধ হাঁসকে সিদ্ধার্থের প্রাণদান। নৃত্যনাট্যটিতে সুরসংযোজনা করেছেন শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও নৃত্যপরিচালনায় শ্রীমতী মহুয়া মুখোপাধ্যায়, দেবদত্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রী শান্তনু চক্রবর্তী।

সিদ্ধার্থের ভূমিকায় মহুয়া মুখার্জি অভিনয় করেছেন। তীরবিদ্ধ হংস সহ প্রায় ২৫জন শিশুশিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন। পরিচালক ও নৃত্যাভিনেত্রী মহুয়া মুখোপাধ্যায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং শিশু শিল্পীদের নৃত্যাভিনয় ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ইঙ্গিত বহন করে।

যবগ্রাম প্রগতিসংঘের অনুষ্ঠান

প্রতি বছরই ঐতিহাসিক মে দিবসকে কেন্দ্র করে যবগ্রাম প্রগতিসংঘ আবৃত্তি, সঙ্গীত, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক, বসে আঁকো প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা আলোচনা সভা ও নাট্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ বৎসরও ২০ মে যবগ্রাম প্রগতিসংঘের উদ্যোগে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রায় তিনশত ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। সকালবেলা সংঘের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সারাদিন ব্যাপী চলে আবৃত্তি সংগীত ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। বিকেল ৫টায় শুরু হয় আলোচনা সভা সভাপতি ছিলেন মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী গোপেশ্বর পাল।

৮৬তম জন্মদিন উপলক্ষে নাট্যকার মন্মথ রায়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গত ১৬ জুন ১৯৮৫ আধুনিক বাংলা একাঙ্ক নাটকের জনক নাট্যকার ডঃ মন্মথ রায়ের ৮৬তম জন্মদিবস উপলক্ষে 'সতীর্থ সঙ্গম' সাংস্কৃতিক সংস্থা নাট্যকারের গৃহে এক স্মরণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রকৃতপক্ষে জন্মানুষ্ঠান রূপান্তরিত হয়ে যায় মহতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। সমাগত বিদগ্ধ ও সুধীজনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত, শিক্ষাবিদ ডঃ জ্ঞান চৌধুরী, মঞ্চসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী, রস সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ, শ্রীমতী বেলা দেবী প্রমুখ। নাট্যকার মন্মথ রায়ের দীর্ঘ নাট্য সাহিত্য সেবার কথা উল্লেখ করে তাঁরা স্মৃতিচারণা করেন।

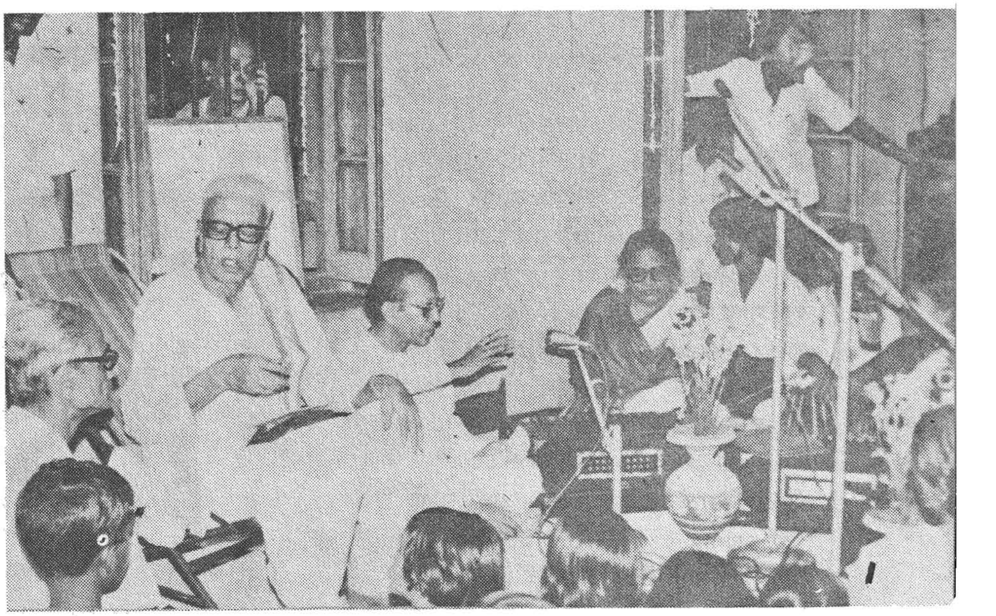
সংবর্ধনা সভার আয়োজক সতীর্থ সঙ্গম নিবেদন করেন নাট্যকার শ্রী রায়ের কারাগার নাটকের নির্বাচিত শেষদৃশ্যটি। অংশ গ্রহণ করেন ঐ সংস্থার অধ্যক্ষা শ্রীমতী শেফালী ঘোষ, শ্রী সুব্রত ঘোষ, এবং শ্রী তৃপ্তি কুমার মিত্র।

অভিনন্দনের উত্তরে নাট্যকার ডঃ রায় তাঁর ভাষণে বলেন—"আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের উত্তরকাল আটত্রিশ বছর পর্যন্ত বিশ্বের নানা দেশে যে বিপুল কর্মযোগ ও উন্নয়ন হচ্ছে তার সঙ্গে পা ফেলে চলতে গেলে এবং যুদ্ধক্ষত বিশ্বের সার্বজনীন কল্যাণ ও শান্তির অমৃত সরণি নির্মাণ করতে গেলে চাই সংস্কৃতি চর্চা ও সুসংহত নন্দন তত্ত্বের সুশোভন অনুশীলন।

শ্রদ্ধেয় ভাষাবিদ ডঃ সুকুমার সেন নাট্যকারের জন্মদিন' উপলক্ষে প্রেরিত এক বার্তায় অভিনন্দন জানিয়েছেন এই বলে—'শ্রী যুক্ত রায়কে প্রশংসাঞ্জলি দেওয়ার কোন মানে নেই। সে যেন সোনার প্রতিমাতে সোনালি রং-এর প্রলেপ দেওয়ার মতই নিরর্থক।' প্রখ্যাত নট নাট্যকার ও পরিচালক শ্রী উৎপল দত্ত এই উপলক্ষে প্রেরিত এক অভিনন্দন পত্রে লিখেছেন 'বাংলা নাট্যশালাকে হাত ধরে ধ্রুপদী নাটক, থেকে আধুনিকে পৌছে দিয়েছেন মন্মথ রায়। এছাড়া অভিনন্দন প্রেরণ করেন দর্শক স্নেহধন্যা শ্রীমতী ছায়া দেবী ও শ্রমতী শোভা সেন এবং অভিনেতা শ্রী শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

ঐ দিন প্রভাতে 'প্রতিশ্রুতি নামক অপর একটি সাংস্কৃতিক সংস্থার তরুণ কর্মিগণ নাট্যকারের বাসভবনে এসে মাল্যদান এবং মানপত্র প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সান্ধ্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তিপর্ব রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে নাট্যকারের স্বকন্ঠে পঠিত স্বরচিত একাঙ্কিকা কস্তুরি পাঠে। সহ-শিল্পীরূপে সহযোগিতা করেন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শ্রীমতী সরযূবালা দেবী এবং নাট্যকার পৌত্র শ্রীমান অমিত রায়।



৮৬ তম জন্মদিনে সতীর্থ সংগম সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নাট্যকার শ্রী মন্মথ রায়।

লোকনাট্য সঙ্গীতায়ন

১৮ জুন '৮৫ পূর্বশ্রী-পল্লী "লোকনাট্য-সঙ্গীতায়ন"-এর উদ্যোগে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, শিশুদের আবৃত্তি, মালতী গৌতমের সঙ্গীত এবং সোমা মোহান্তর নৃত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানীয় শিক্ষক শ্রী অশোক কুমার ঘটক প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন।

মেদিনীপুর জেলা নাট্যকর্মী শিবির ও সম্মেলন

সম্প্রতি তমলুক মহেন্দ্র স্মৃতি সদনে স্থানীয় 'অবন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'র উদ্যোগে এই প্রথম নাটক বিষয়ে একটি সুচারু মেদিনীপুর জেলা নাট্যকর্মী শিবির ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার তমলুক ছাড়া কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, খড়্গপুর, মেদিনীপুর, পাঁশকুড়া, কোলাঘাট মেচেদা, ক্যাকটা, নন্দিগ্রাম, মহিষাদল থেকে প্রায় ১০০ জন নাট্যপ্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে মূল আলোচনার বিষয় ছিল, আজকের নাটক গ্রুপ থিয়েটারের মাধ্যমে এই জেলায় কেন সফল হতে পারছে না।

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় উপজাতি চর্চা কেন্দ্রে হুল দিবস উদ্‌যাপন

৩০ জুন ঝাড়গ্রাম মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সংলগ্ন উপজাতি চর্চ্চা কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণে "হুল দিবস" উপলক্ষে এক আলোচনাচক্র ও দুই দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৩০ জুন বিকাল ৪টায় ঝাড়গ্রাম মহকুমা শাসকের শহীদ স্তম্ভে মাল্য দানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আদিবাসীপ্রথা 'চুমাড়ার' মাধ্যমে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। আলোচনাচক্রের প্রারম্ভে তপসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ ঝাড়-গ্রামের আধিকারিক শৈলজানন্দ হাঁসদা, হুল দিবস বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

সিউড়ি সিধু-কানু উপজাতি সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণে 'হুল দিবস' উদযাপন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই মহানায়কের নামাঙ্কিত সিউড়ি সিধু কানু উপজাতি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রে ঐ কেন্দ্রের ৫ম বর্ষপূর্তি উৎসব এবং ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণে 'হুল দিবস উদ্‌যাপিত হোল গত ৩০ জুন ও ১ জুলাই, ১৯৮৫ তারিখে, প্রদর্শনী, আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসাহ উদ্দীপনার সংগে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী ব্রজ মুখার্জি শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে এই উৎসবের সূচনা করেন এবং সমস্ত উপজাতি সমাজকে সব রকমের বাধা বিপত্তি ও চক্রান্তকে নস্যাৎ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির দ্বারা ভারতীয় সমাজের মূলধারার সংগে মিলিত হবার আহবান জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত পুরস্কার প্রাপ্ত কাহিনীচিত্র

সংকলন ঃ চলচ্চিত্র অধিকার

বঙ্গ সরকার প্রযোজিত ও পুরস্কার প্রাপ্ত কাহিনী চিত্রের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল:

পথের পাঁচালী (সত্যজিৎ রায়)

১। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক (১৯৫৫)—শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ও আঞ্চলিক কাহিনীচিত্র।

২। শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল চিত্র (১৯৫৬)—কান্তি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।

৩। বিশেষ উৎকর্ষ পুরস্কার (১৯৫৬)—এডিনবরা চলচ্চিত্র উৎসব।

৪। স্বর্ণ কার্বো (১৯৫৬)—ম্যানিলা চলচ্চিত্র উৎসব।

৫। ভ্যাটিকান পুরস্কার (১৯৫৬)—রোম চলচ্চিত্র উৎসব।

৬। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ও পরিচালনা (১৯৫৭)—সানফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।

৭। স্বর্ণপদক (১৯৫৭)— বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব।

৮। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র (১৯৫৮)— ভ্যাঙকুবার চলচ্চিত্র উৎসব

৯। শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র—সমালোচকের পুরস্কার (১৯৫৮)—স্ট্রার্টফোর্ড চলচ্চিত্র উৎসব।

১০। শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্র—সাংস্কৃতিক পুরস্কার (১৯৫৯)–আফ্রো আর্টস থিয়েটার, ন্যু ইয়র্ক।

১১। উইংটন পুরস্কার(১৯৬০)—লণ্ডন।

১২। শ্রেষ্ঠ বিদেশী চলচ্চিত্র (১৯৬৬) টোকিও।

১৩। বোডিল পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ (১৯৬৬)অ-ইউরোপীয় চলচ্চিত্র—ডেনমার্ক



'পথের পাঁচালী'র দৃশ্য

সোনার কেল্লা (সত্যজিৎ রায়)

১। রাষ্ট্রপতির পুরস্কার(১৯৭৪)—শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, চিত্রনাট্য, আলোকচিত্র এবং শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক কাহিনীচিত্র।

২। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার (১৯৭৪)—শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ও পরিচালনা।

৩। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র (১৯৭৫)— তেহ্‌রান্ শিশু ও কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব।

বি এফ জে এ পুরস্কার (১৯৭৪)।



গণদেবতা (তরুণ মজুমদার)

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (১৯৭৯)—শ্রেষ্ঠ গণ-আবেদনমূলক চলচ্চিত্র।

হীরকরাজার দেশে (সত্যজিৎ রায়)

রাষ্ট্রপতির পুরস্কার (১৯৮০)—শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক কাহিনীচিত্র, সঙ্গীত পরিচালনা ও গায়ক।

দখল (গৌতম ঘোষ)

১। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (১৯৮১)—শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কাহিনীচিত্র

২। গ্রান্ড জুরিজ প্রাইজ (১৯৮১)—১১শ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চলচ্চিত্র উৎসব, ফ্রান্স।

৩। বি এফ জে এ পুরস্কার (১৯৮৫)–দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কাহিনীচিত্র।

←সোনার কেল্লা

চিত্রের একটি দৃশ্য

চোখ (উৎপলেন্দু চক্রবর্তী)

১। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (১৯৮২)--শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কাহিনীচিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা।

২। বিশেষ বিচারকের পুরস্কার (১৯৮৩)--নবম আন্তর্জাতিক ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব।

৩। বি এফ জে এ পুরস্কার (১৯৮৪)--শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, পরিচালনা চিত্রনাট্য, সম্পাদনা ও সহ-অভিনেতা।

৪। ও সি আই সি পুরস্কার (১৯৮৩)--বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব



চোখ

গৃহযুদ্ধ (বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত)

বি এফ জে এ পুরস্কার (১৯৮৫)--
তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কাহিনীচিত্র।



'গৃহযুদ্ধ' চিত্রের নায়িকা মমতা শঙ্কর

পরশুরাম চিত্রে শ্রীলা মজুমদার
↓



পরশুরাম (মৃণাল সেন)

রৌপ্যপদক (১৯৭৯)—মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব।

রাষ্ট্রপতির পুরস্কার (১৯৭৯)—বিশেষ উল্লেখ, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা

ডোম্বল সর্দার (নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়)

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (১৯৮৩)--শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিশুচিত্র

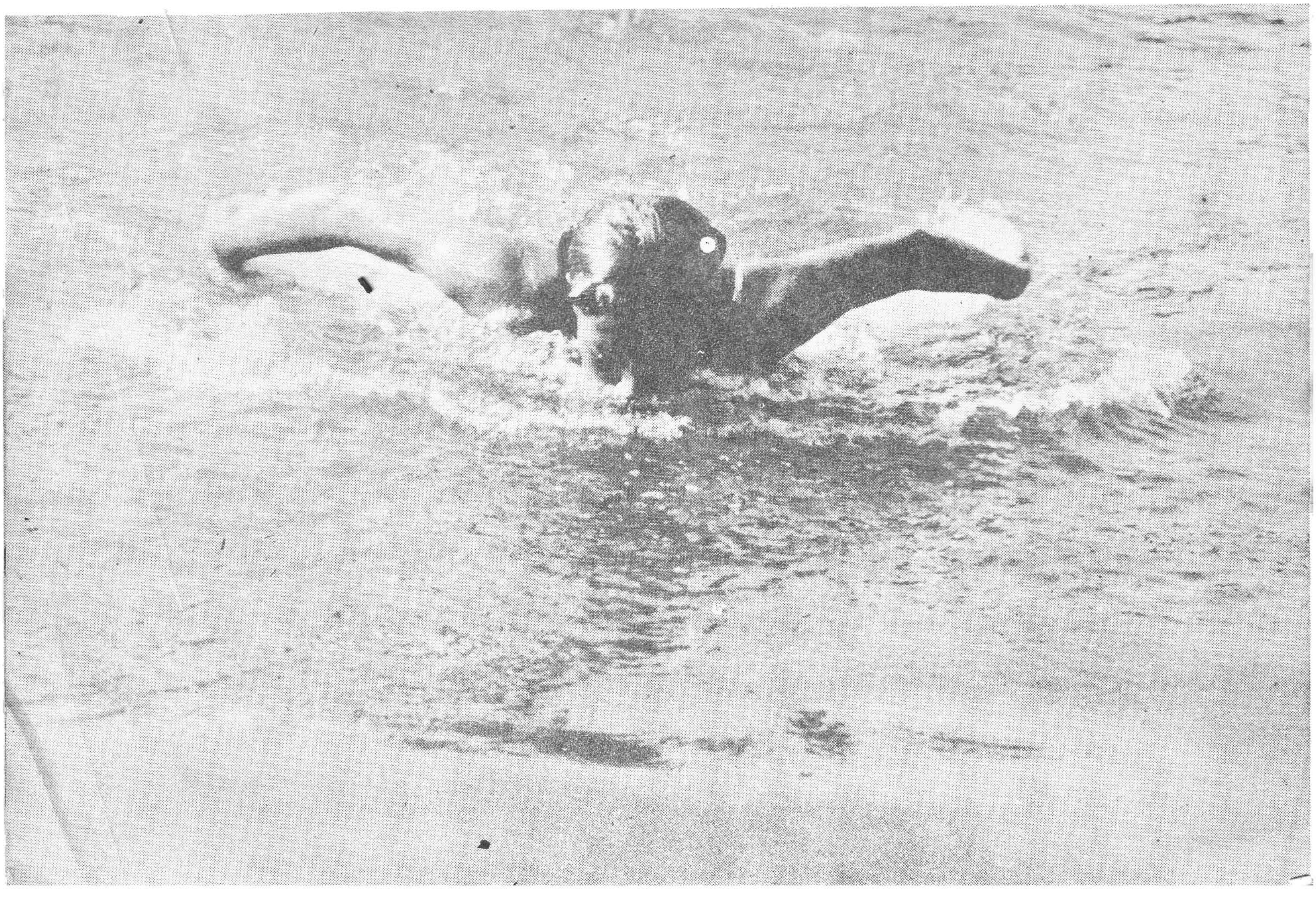
কনি (সরোজ দে)

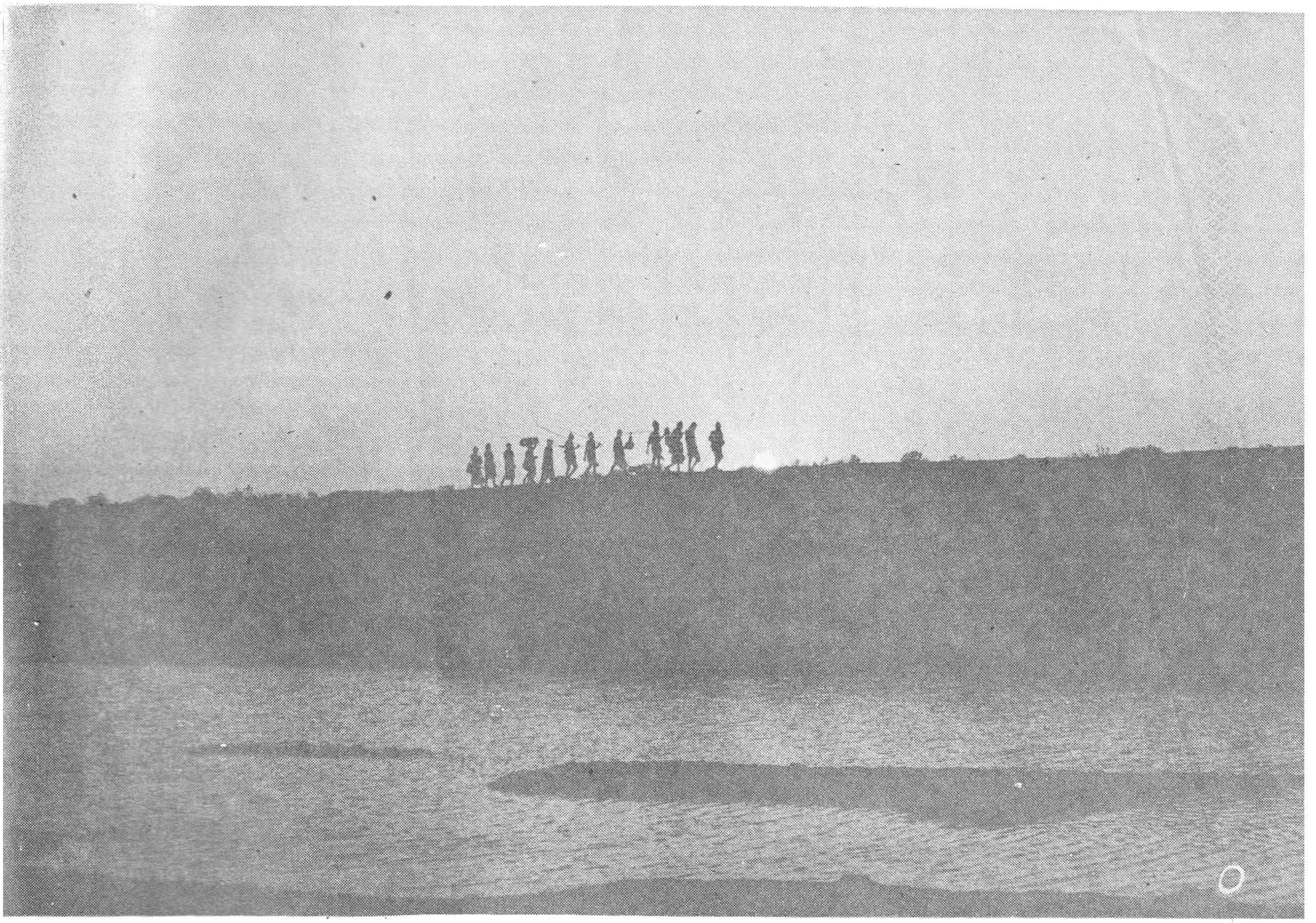
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (১৯৮৪)--ভারতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যমণ্ডিত সমাজ-সচেতনমূলক ও সুস্থ জনমনোরঞ্জক কাহিনী চিত্র।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নির্মিত আর্টফিলম্ কমপ্লেকস। →



কনির একটি দৃশ্য ↓

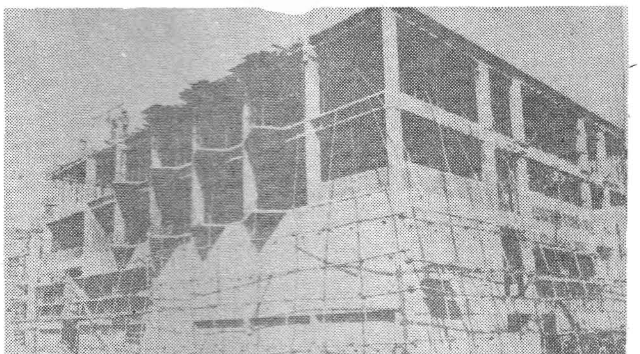




দখল চিত্রের উদ্বোধনী দৃশ্য

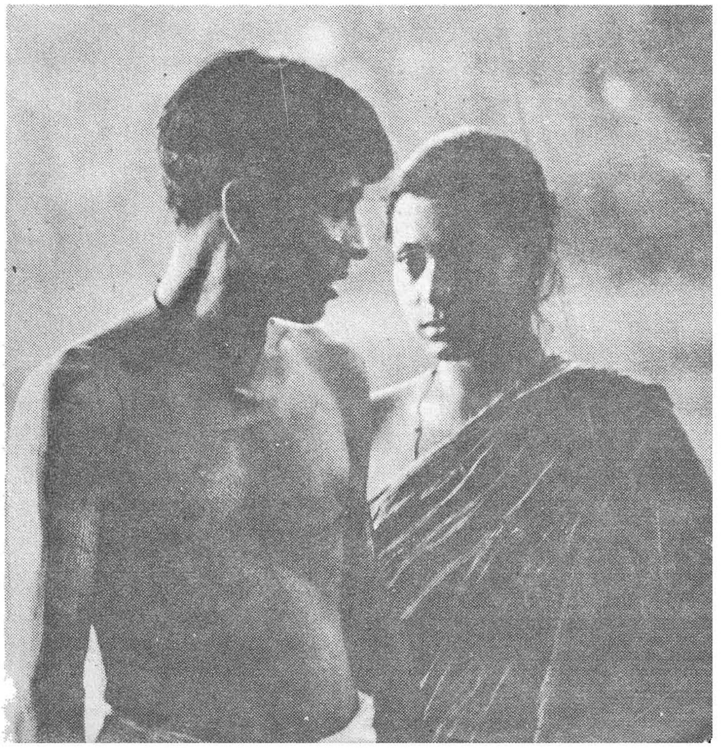
আরোহণ (শ্যাম বেনেগাল)

রাষ্ট্রপতির পুরস্কার (১৯৮২)—শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক কাহিনীচিত্র।



রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নির্মীয়মান রঙিন চলচ্চিত্র পরিস্ফুটনাগার

আরোহন চিত্রে ননী গাঙ্গুলি ও শ্রীলা মজুমদার।



পুস্তক পরিচয়

বিদ্রোহী কবি সুকান্ত—পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক প্রতিমা ভবন, ৪৪, জগদীশ বসু রোড, নব বারাকপুর, ২৪ পরগনা। প্রথম প্রকাশ ১৩ এপ্রিল ১৯৮৫। মূল্য ১২ টাকা ৫০ পয়সা

আলোচ্য গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক অনুদানপ্রাপ্ত একটি নাটক। বিদ্রোহী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন অবলম্বনে এই নাটক রচিত। বহু নাটক যাত্রাপালা, বেতার নাটক, রেকর্ডনাটক/ রম্যরচনা নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের নাটক রচনার অভিজ্ঞতা ছিল নাট্যকার পরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর। তিনিও প্রয়াত।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন নিয়ে নাটক রচনা করতে গেলে একটা বিশেষ যুগ ও তার রাজনীতিকে ফুটিয়ে তুলতেই হবে। তার সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে শুধু নাটক রচনার মুন্সীয়ানা থাকলে 'তা যথার্থ বিদ্রোহী কবি সুকান্ত হয়ে উঠবে না।

আলোচ্য গ্রন্থের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। নাট্যকার মূলত সুকান্তের পারিবারিক জীবনকে অবলম্বন করে এবং সুকান্তের অবাক পৃথিবী, রাণার প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে নাটক রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন।

ফলে এই নাটকের মধ্যে পরিচিত সুকান্ত ভট্টাচার্যকে পাওয়া যায় না সুকান্ত যে ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার পরিচয় না থাকলে সুকান্তর বিদ্রোহী সত্তার সম্যক বিকাশ দেখানো সম্ভব নয়। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া, পোস্টার লাগানো, জনযুদ্ধ বিক্রি করার উল্লেখ থাকলেই সেই যুগ বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না।

নাটকটিতে অনেক গুরুতর তথ্য এবং তত্ত্বগত বিভ্রান্তি আছে। তৃতীয় দৃশ্যে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা বিক্রি করার সময় সাদা টুপি মাথায় দুজন ভিন্ন দল অবলম্বী এসে সুকান্ত এবং তার বন্ধুর উপরে হামলা করে। কিছু জনতা দাঁড়িয়ে দেখে। এমন সময় পুলিস অফিসার সুকান্তদের বলে, "জানি আপনারা আমাদের মিত্র—কাগজগুলি কুড়িয়ে নিন—কাজ করুন—আমরা আছি।" এটা একেবারে ইতিহাসবিকৃতি। ইংরেজ সরকার কখনোই বলে নি কমউনিস্টরা আমাদের মিত্র কিংবা কমিউনিস্টরাও বলতে পারে না ইংরেজ সরকার আমাদের মিত্র।

আরেক জায়গায় আছে সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন এবং সুকান্ত দেশের স্বাধীনতা চাইছেন। অতএব সুভাষচন্দ্র এবং সুকান্তের মধ্যে কোনো অমিল নেই। এরকম ছেলেমানুষী সরলীকরণ ঐতিহাসিক সত্যকেই বিকৃত করে।

কতকগুলো কবিতাকে সম্বল করে একটা পারিবারিক বৃত্তকে অবলম্বন করে সুকান্তের জীবনী নিয়ে নাটক রচনা করতে গেলে এ রকম বিভ্রান্তি ঘটবেই। সুকান্তের বড়দার সুনীলচন্দ্রের স্ত্রীর সঙ্গে সুকান্তের যে প্রীতি মধুর সম্পর্ক সেটা এই নাটক পড়েই আমরা জানতে পারলাম। অথচ সুকান্তের সৎ দাদা হলেও বড়দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী, অরুণাচল বসু, সরলাদেবী প্রমুখের সঙ্গে সুকান্তের যে ঘনিষ্ঠতা ছিল সেসবের কোন উল্লেখই এই নাটকে নেই।

সেজন্য এই নাটককে সুকান্তের প্রতিনিধিত্বমূলক জীবন নিয়ে লেখা একটি সার্থক নাটক হিসেবে গণ্য করা সম্ভব নয়। নাটকের সঙ্গে নাটকের নামকরণেরও কোন সামঞ্জস্য নেই।

—সরোজমোহন মিত্র।

পত্রপত্রিকা

সংশপ্তকঃ দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।৫৬/৪, নিয়োগী পাড়া রোড, কলকাতা—৩৬। দাম তিন টাকা। সম্পাদিকাঃ রমা ঘোষ

বর্তমান সংখ্যাটিতে উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রসঙ্গেই মূলত আলোচনা করা হয়েছে। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি সিটি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে অসাধারণ সুনাম অর্জন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ভট্টিকাব্যম-এর টীকা ও বিশ্লেষণ, ভাগবৎ গীতা, সত্যনারায়ণ পীর কথামৃতম প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অনবদ্য সব গ্রন্থ রয়েছে। উপেন্দ্রনাথের বাংলা লেখাও সুন্দর, সাবলীল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতিভার পনাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, হীরেন্দ্রকুমার বসু, নারায়ণ চৌধুরী, সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোককুমার রায়। অনেক কিছু জানা গেল এই প্রায় ভুলে যাওয়া মানুষটি সম্পর্কে।

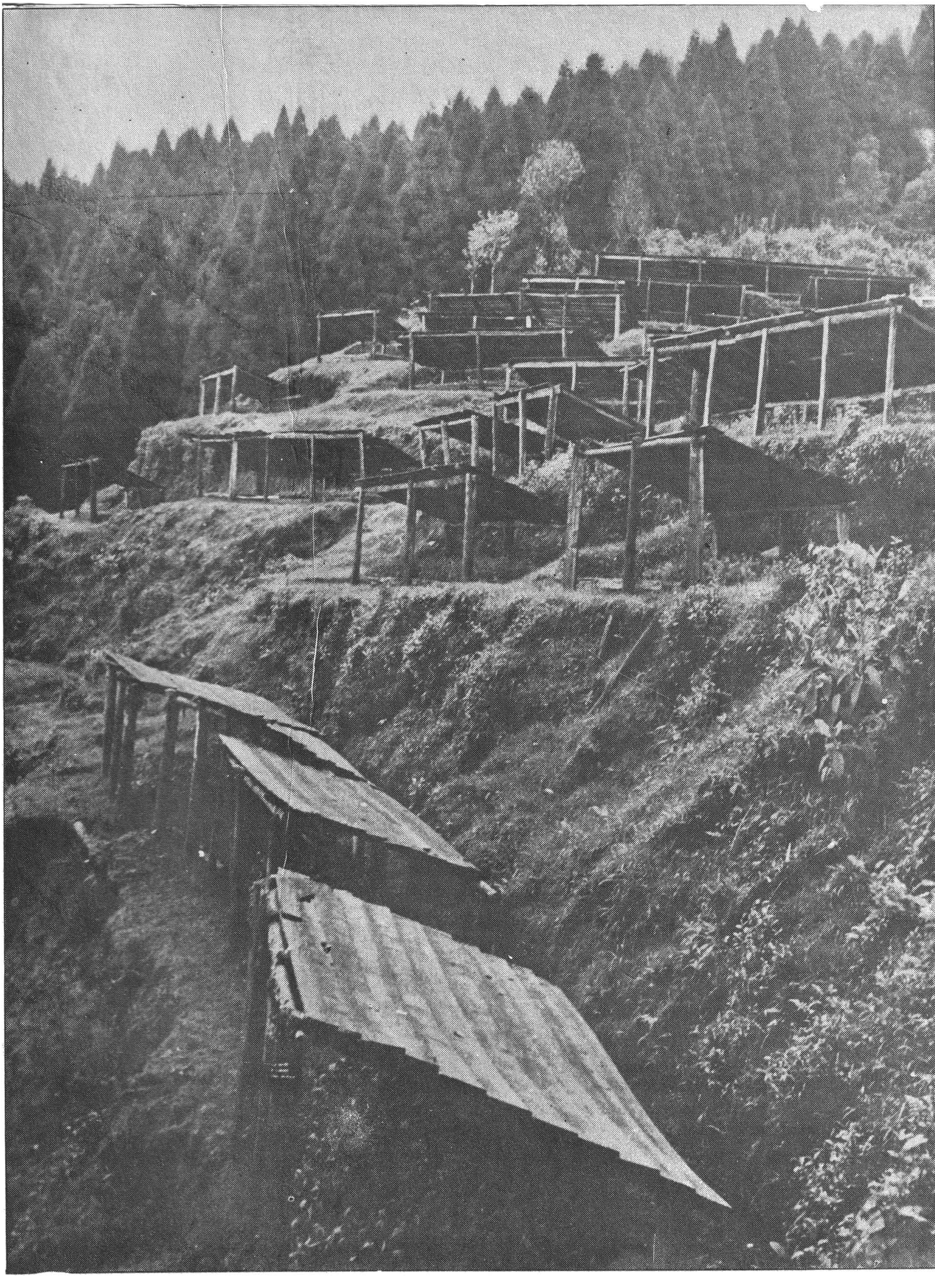
নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ১৮তম বার্ষিক সম্মেলন

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বাঁকুড়া সদর পূর্ব সার্কেলের ১৮ তম বার্ষিক সম্মেলন পুরন্দরপুর অঞ্চলের কুলমুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮ জুন '৮৫ সকাল ৯টায় ঐ গ্রামের সকল স্তরের মানুষের ব্যাপক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর সম্মেলন স্থলে উদ্বোধনী সমাবেশ শুরু হয়। সভা পরিচালনা করেন শ্রী অশীতিপদ চ্যাটার্জী। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী সান্ত্বনা রায়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সার্কেল সম্পাদক কিঞ্চিৎ বড়ুয়া। শহীদদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন জেলার শিক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্টনেতা মুক্তি দুবে। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এ বি টি-এর পক্ষে শ্রী করুণাময় চট্টরাজ ও শ্রী জীমূত বাহন পাঁজা। শ্রী দীপংকর রায় চৌধুরী, শ্রী অনাদি বাগদী এবং শ্রীমতী শোভা চ্যাটার্জী। শ্রী অনন্ত লাল লায়েক বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

প্রতিনিধি সম্মেলন পরিচালনা করার জন্য শ্রী রবি রায়, শ্রী আদিত্য ধৃয়া, শ্রী কিঞ্চিৎ বড়ুয়াকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। সার্কেল পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রী কিঞ্চিৎ বড়ুয়া প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রী মঙ্গলাচরণ দে আয়ব্যায়ের হিসাব পেশ করেন। ১৩ জন প্রতিনিধির গঠনমূলক আলোচনার পর তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। অবসর প্রাপ্ত বা মৃত প্রাথমিক শিক্ষকদের অবসর-কালীন সুযোগ দানের জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব সহ ৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সমাবর্তন উৎসব

গত ৩০ জুন '৮৫' শ্রী উমানন্দেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে 'আন্দুল পূর্বগাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ২৩তম সমাবর্তন উৎসব উদ্‌যাপিত হল 'স্বপ্না' সিনেমা হলে। সমিতি কর্তৃক-আয়োজিত বিভিন্ন বিষয়ে সকল প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সংস্থার শিল্পিবৃন্দ ও অতিথি শিল্পিবৃন্দ নাচ, গান ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন।



ছবিঃ রতন দাশগুপ্ত

দার্জিলিং জেলার সোনাদায় বন বিভাগের নার্সারি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিথোগ্রাফার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫/৩, গ্রীণ পার্ক, কলিকাতা ৭০০০১৯ হইতে মুদ্রিত

পোস্টাল রেজিঃ নং ডবলু বি/সিসি-৫৫ পশ্চিমবঙ্গ ১৯ জুলাই ১৯৮৫



জলদাপাড়ার অভয়ারণ্যে গন্ডার ঃ তারাপদ চক্রবর্তী